CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-266 ■ 6 July, 2025 ■ আগরতলা ৬ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৌশলে চাপ তৈরির চেষ্টা, জোটের সমর্থন প্রত্যাহারের হুঁশিয়ারি বিধায়ক রণজিতের

কিছুই জানেন না প্রদ্যোৎ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। মধুচন্দ্রিমা শেষ, নাকি আবারও কৌশলী চাপ তৈরির চেষ্টা। সময় তা নিশ্চিত করবে। আপাতত, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানছে না রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার। এই অজুহাতে শীঘ্রই বিজেপি জোট সরকার থেকে সর্মথন প্রত্যাহারের হুশিয়ারি দিয়েছে তিপরা মথা। তবে, চাপে ফেলে জোটে টিকে থাকার পথ খোলা রেখেই এই ঘোষণা দিয়েছে প্রদ্যোতের দল। আগামী ২০ জুলাই দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেওয়া হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলন তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা জোট সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুশিয়ারি এভাবেই দিয়েছেন। এই হুশিয়ারি যাতে হাল্কা ভাবে না নেওয়া হয়, তাই তিনি সতর্ক করেছেন, পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সংসদ কৃতী সিং দেববর্মণও

সমর্থন তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই এবিষয়ে মথা প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণও সম্মতি দিয়েছেন। তিপরা মথার এই ঘোষণায় এই মুহূর্তে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে।

এদিকে, পাল্টি খাওয়া মনে হয় তিপরা মথার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কারণ, দলীয় বিধায়ক বিজেপি সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুশিয়ারি দিচ্ছেন জানেনই না প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তাঁর দাবি, সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক রঞ্জিত দেববমা কি বলেছেন তিনি জানেন না। এবিষয়ে বিধায়কের সাথে তিনি আলোচনায় বসবেন। অবশ্য, সাথে তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকারও চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সকলেই হতাশায় ভুগছেন। তাই, হয়তো জোট সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে রঞ্জিত বলেছেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা দাবি করেন, ত্রিপুরায় জনজাতি কল্যাণে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু চরম হতাশার বিষয় হল, একবছর অতিক্রান্ত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

শরিকি টানাপোড়েন মেটাতে আসরে বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। দিনভর শরিকি টানাপোড়েন শেষে সূর্য অস্তাচলে যাওয়ার পর বিজেপি জোটের ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দের্ববমণের বাসভবনে গেলেন তিনি। অবশ্য তাঁদের দাবি, জন্মদিনের শুভেচ্ছা এবং নেহাত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন তাঁরা। তবে রাজ্য রাজনীতিতে গুঞ্জন শরিকি ঝামেলা মেটাতে মাঠে নেমেছেন সাংসদ বিপ্লব।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লব বলেন, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোরের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে বাসভবনে গিয়েছেন তিনি। আজ দুপুরে দুইজনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ওই সময় ভালোভাবে কথা হয়নি। তাই এখন তাঁর বাসভবনে গিয়েছেন তিনি। এদিকে, প্রদ্যোত কিশোর জানিয়েছেন, তাঁদের সাক্ষাৎ কোনো রাজনৈতিক সাক্ষাৎকার নয়। শুধু জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে তিনি এসেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তাই রাতে তিনি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন।

অবশ্য, তিপরা মথার বিধায়ক রণজিৎ দেব্বর্মা আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দলীয়ভাবে বিজেপিকে সমর্থন প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেও, বিষয়টি নিয়ে এদিন বিকেলেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, রণজিৎ দেববর্মা তিপরা মথার সুপ্রিমো নন। যদি দলের প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যুৎ দেববর্মা এমন কোনও ঘোষণা না করে থাকেন, তবে এই বিষয়ে মন্তব্য করার অবকাশ নেই। তাঁর কথায়, বিজেপির সঙ্গে তিপরা মথার যে সমঝোতা হয়েছে, তা মূলত জনজাতি উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা বা সিদ্ধান্ত ছাড়াই এই ধরনের একতরফা ঘোষণাকে গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

বিপ্লব সাথে যোগ করেন, ত্রিপুরার জনজাতিদের জন্য যদি কোনো সরকার প্রকৃত অর্থে কাজ করে থাকে, তবে তা একমাত্র মোদি সরকারই করেছে। আজ রাজ্যের জনজাতি জনগণ নিজের ভোটাধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কর্পোরেটদের স্বার্থের চিন্তা করছে বিজেপি সরকার : জিতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। কর্পোরেটদের স্বার্থের চিন্তা করছে বিজেপি সরকার। সরকার জনসম্মুখে বলছে দেশে নাকি অমৃত কাল চলছে। কিন্তু বাস্তবে বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কোন কাজই করছে না। আজ সোনামুড়ায় মহকুমা কমিটির উদ্যোগে যোগদান সভায় এমনটাই দাবি করলেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, শ্রমিক, কৃষক এবং ক্ষেতমজুরের প্রতি জনবিরোধী নীতি এবং শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সিপিআইএম। ওই ধর্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে আজ সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভা শুরুর পূর্বে সিপিএম দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সোনামুড়া শহরে মিছিল বের হয়েছে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে স্থানীয় রবীন্দ্র চৌমুহনীতে এসে সভায় মিলিত হয়।

সভায় প্রধান বক্তার ভাষণে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, এই দেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশে দেশে ঘুরে বলছে যে ভারতবর্ষ অর্থনীতিতে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে চিত্র একেবারে উল্টো। বেকাররা বেকারত্ব জ্বালায় ভুগছে, শ্রমিক খেতমজুর কৃষকরা তাদের পরিবার নিয়ে দুবেলা ঠিকমতো খেতে পারছে না। আর সরকার বলছে দেশে নাকি অমৃত কাল চলছে কিন্তু বাস্তবে এই সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কোন কাজই করছে না।

তাঁর কথায়, কর্পোরেটদের স্বার্থের চিন্তা করছে বিজেপি সরকার। মানুষের আওয়াজকে প্রতিবাদের ভাষাকে দাবিয়ে রাখছে এসব আর মানা যাচ্ছে না। তাই আগামী নয় জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এ ধর্মঘটের ফলে সরকারের টনক নড়বে বলে আশাবাদী তিনি।

এদিনের সভাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে ১৯ পরিবারে ৭৪ জন ভোটার সিপিএম বলে শামিল হন. দলত্যাগীদের দলীয় পতাকা দিয়ে দলে বরণ করে নেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য কমিটির ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার রাবার চাষীর বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার রাবার চাষীদের বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দেশের কৃষকদের অবস্থা খুবই খারাপ। আগামীদিনে কৃষকদের দাবী পূরণের লক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেছেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর।

এদিন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, রাজ্য সরকার যতই জনসম্মুখে বলে বেড়ান যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার একবার এই মন্তব্য উল্লেখ করে নি। একথায়, রাজ্য সরকারের নেতৃত্ব রা জনসম্মুখে কৃষকদের নিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দাবি, দেশের কৃষকদের অবস্থা খুবই খারাপ। ত্রিপুরায় কৃষি ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। এদিন তিনি বলেন, গতকাল অর্থাৎ রাজ্যের প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার রাবার চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বলিত ১০ দফা দাবী নিয়ে ত্রিপুরা রাবার বোর্ডের জয়েন্ট কমিশনারের কাছে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সেই দাবী পূরণের লক্ষে আগামী দিনে বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। তাঁদের দাবিগুলো হল, রাবার চাষিদের নতুন বাগান করার ক্ষেত্রে বর্তমানে বিনামূল্যে চারা দেওয়ার পাশাপাশি হেক্টর প্রতি ৫০,০০০ হাজার টাকা পরিচর্যা বাবদ ভতুর্কির ব্যবস্থা করা, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি রাবার চাষিদের সুবিধার্থে রাবার বোর্ড কর্তৃক ওয়েব সাইটে প্রদত্ত দামে রাবার ক্রয় করার বন্দোবস্ত করা, রাবার বাগানের বীমা পুনরায় চালু করতে হবে। পাশাপাশি, রাবার বোর্ডের মাধ্যমে রাবার চাষিদের প্রয়োজনীয় সার ভতুর্কিতে সরবরাহ করা, রাবার চাষিদেরকে রাবার প্ল্যান্টেশন সার্টিকেট ফ্রিতে প্রদান করা, গরীব ও মাঝারি চাষিদের রুলার মেসিন এবং ধোয়া ঘর তৈরীতে ৫০ ভতুর্কি দেওয়া, বন্ধ আরপিএস গুলিকে চালু করা, রাবার বোর্ডের মাধ্যমে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নিম্ন আয়ের মানুষদের সহজলভ্যে সরকারি ফ্ল্যাট দিতে চায় সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। সরকারিভাবে নির্মিত ফ্ল্যাটগুলির কাজ মানুষের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্মাণ করতে হবে। বর্তমান সরকার রাজ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের হাতে সহজলভ্যভাবে সরকারি ফ্ল্যাট তুলে দিতে চায়। সেক্ষেত্রে ফ্ল্যাট নির্মাণে কাজের গুণগতমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতে হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা হাউজিং এবং কনস্ট্রাকশন বোর্ডের ১০৭তম বোর্ড মিটিং-এ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা হাউজিং এবং কনস্ট্রাকশন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি জোর দেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা গান্ধীঘাটে নির্মাণাধীন ট্যুরিজম এন্ড কালচারেল হাবের কাজের বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত একলব্য বিদ্যালয়ের কাজ, মির্জায় ইকো পার্ক, উদয়পুরের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড, অম্পিতে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট গালর্স হোস্টেল, আমবাসায় যুব আবাস-এর কাজ সম্পর্কে অবহিত হন। আমতলির বাইপাস সংলগ্ন স্থানে প্রস্তাবিত আগরতলার কনভেনশন সেন্টার সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। আগরতলা শহর বা এর পার্শবর্তী জায়গায় সরকারিভাবে বিভিন্ন বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে সঠিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার বজায় রাখার প্রতি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সাজা ঘোষণার আগে আদালত থেকে পালালো আসামী, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। সাজা ঘোষণার পূর্বেই আদালত থেকে পালিয়েছে আসামী। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর অভিযুক্তকে ফের গ্রেফতার করে আদালতে আনার পর বিচারক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, ছয় বছরের নাবালিকার সাথে শ্লীলতাহানির ঘটনায় একত্রিশ বছরের এক যুবকের কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় ঊনকোটি জেলার স্পেশাল বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিং। এব্যাপারে ঊনকোটি জেলা আদালতের গর্ভমেন্ট প্লিডার তথা সরকারি আইনজীবী সন্দিপ দেবরায় জানান যে, ২০২২ সালের ৯ এপ্রিল ঊনকোটি জেলার পেচারতল থানার অন্তর্গত নালকাটা গ্রামের ছয় বছরের এক নাবালিকা তার দাদু এবং তার এক বোনের সাথে বাসন্তী পুজোতে ছিলো। এবং বাসন্তি পুজোতে ব্যান্ড পার্টি তথা বাজনা বাজানোর এক দলও ছিলো।

ব্যান্ড পার্টির সদস্যদের থাকার জন্য বাড়িতে আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছিলো। সেদিন রাত্রিবেলা ব্যান্ড পার্টির এক সদস্য সমর শব্দকর ছয় বছরের নাবালিকাকে ফুসলিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে শরীরের আপত্তিকর জায়গায় হাত দেয় এবং নাবালিকার রক্তক্ষরণ হয়। এই দৃশ্য নাবালিকার বোন দেখে চিৎকার চেচামেচি করলে সমর শব্দকর পালিয়ে যায় এবং ছয় বছরের নাবালিকাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সেদিন রাতেই অর্থাৎ ১০ এপ্রিল রাতে সমর শব্দকরের বিরুদ্ধে পেচারতল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলো নাবালিকার বাবা। ১০ এপ্রিল পেঁচারথল থানার পুলিশ অভিযুক্ত সমর শব্দকরকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত সমর শব্দকরের বাড়ি ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার বিভাস চন্দ্র নাথ মামলার চার্জশিট ২০২২ সালের ২৯ এপ্রিল আদালতে জমা দেয় এবং মামলায় মোট চৌদ্দ জন অভিযুক্ত সমর শব্দকরের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্যদান করেন। আদালতে সরকার পক্ষের আইনজীবী হিসেবে মামলাটি পরিচালনা করেন পাবলিক পসিকিউটর সুনির্মিল দেব। দীর্ঘ তিন বছর আদালতে মামলা চলার পর অবশেষে ৪ জুলাই শুক্রবার দুপুরে ঊনকোটি জেলার স্পেশাল বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিং রায়দান করবেন ☛৫ এর পাতায় দেখুন

৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটে সামিল হওয়ার আহ্বান সিটুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। আগামী ৯ জুলাই ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে খোয়াইয়ে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। দশটি শ্রমিক সংগঠনের এবং ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে আগামী ৯ই জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে খোয়াই শহরে মিছিল এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সিপিআইএম খোয়াই জেলা কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়ে গোটা খোয়াই শহর পরিক্রমা করে সুভাষ পার্ক রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভা এবং মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম খোয়াই জেলা সম্পাদক পদ্মকুমার দেববর্মা, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, ডি ওআই এফ আই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, বাম নেতৃত্ব মনোজ দাস থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। ৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘটের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ।

ইসরোর বিভিন্ন সেন্টার পরিদর্শনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ১০০ ছাত্রছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ব্যাঙ্গালুরুংতে ইসরোর বিভিন্ন সেন্টার পরিদর্শন কালে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান ও গবেষনায় অর্জিত সাফল্যের সাক্ষী হয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যদের নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস প্রোগ্রাম ফর অ্যাওয়েরনেস, রিচ, এন্ড নলেজ অন স্পেস (এনই-স্পার্কস) এর অঙ্গ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুযোগ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আনন্দনগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

দিদিমণির বিবাহ বার্ষিকী পালনকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আনন্দনগর নৃপেন চক্রবর্তী ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়ে স্কুল চলাকালে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দিদিমনির বিবাহ বার্ষিকি পালন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আনন্দনগর নৃপেন চক্রবর্তী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পূজা নামে এক শিক্ষিকার বিবাহ বার্ষিকী পালন করছেন। এই দিন শিক্ষক রুমে এবং স্কুলে হেল্পারদের দিয়ে রান্না করা হয়। এই বিবাহ বার্ষিকী রান্নার ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া হয়। অনুমতি নিয়ে আসতে হবে বলে জানান স্কুলের শিক্ষক বিক্রম রায় চৌধুরী। স্কুল চলাকালে স্কুলে ম্যাজিস্ট্রেট পার্টি জাতীয় শিক্ষানীতির নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে। আনন্দনগরস্থিত নৃপেণ চক্রবর্তী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এধরনের কাণ্ডকারখানা ঘিরে স্থানীয় জনমনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ক্লাসের সময় স্কুলে পালিত হয় শিক্ষিকার বিবাহ বার্ষিকী। ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মজলেন মাংস-বিরিয়ানিতে।

উল্টো রথযাত্রায় বিরোধীদের নিশানা

সিপিএম নাস্তিক, তাদের শাসনকালে মানুষরূপী অসুর তৈরি হয়েছে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে এক বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ত্রিপুরার বিজেপি সাংসদ ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিরোধীদের, বিশেষ করে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তিনি বলেন, মানুষ কমিউনিস্টদের চায় না, তাই তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ।

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ বিপ্লব দেব বলেন, ত্রিপুরায় সর্ব ধর্ম সমভাব বজায় থাকে। আমরা কোনো ধর্মকে অবজ্ঞা করি না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হিন্দু ধর্মের পূজারী ও গোসাই বাবাদের অসম্মান করা হয়েছে। মন্দির থেকে পূজারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকী ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কদমতলা সিডিপিও অফিসে চরম বিশৃঙ্খলা

প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও বণ্টন দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ জুলাই।। ধর্মনগর মহকুমার ৫৪-কুর্তি কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সিডিপিও অফিস থেকে ৩১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন সিডিপিও বিশ্বজিৎ দাস। নিয়মিতভাবে অফিসে উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ। তাঁর ইচ্ছামতো অফিসে আসা-যাওয়ার কারণে প্রশাসনিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। সম্প্রতি দপ্তরের প্রধান সহকারী (বড়বাবু) অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কর্মী রুপি দে। কিন্তু তিনি বর্তমানে কার্যত অচল অবস্থায় রয়েছেন, কারণ তাঁর কাজের একমাত্র সহায়ক কম্পিউটারটি নেই। জানা গেছে, দপ্তরেরই এক কর্মী সেই কম্পিউটারটি অন্য একটি সেকশনে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং সেখান থেকেই অফিসের যাবতীয় কাজ চালানোর দাবি করছেন। যদিও তাঁর নিজস্ব ল্যাপটপ রয়েছে, তবু সরকারি ল্যাপটপটি তিনি ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

অন্যদিকে, বড়বাবু রুপি দে'র কাছে বর্তমানে কোনো কম্পিউটার না থাকায় বেতন প্রক্রিয়াকরণ, অবসর সংক্রান্ত কাজসহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পরিচালনার কাজ সম্পূর্ণ থমকে রয়েছে। জানা গেছে, সম্প্রতি অফিসের জন্য একটি ল্যাপটপ কেনা হয়েছে, কিন্তু সেটি কোথায় আছে তা নিয়ে কেউ নিশ্চিত নন। এ নিয়ে দপ্তরের ভেতরে বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ চরমে।

এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছেপ্রধান সহকারী কাজ করবেন কীভাবে। এবং সিডিপিও বিশ্বজিৎ দাস এই সমস্যা সমাধানে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন, বলেও প্রশ্ন উঠেছে।

এছাড়াও, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে চাল-ডাল বণ্টন সংক্রান্ত এসএমপি প্রকল্পেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অনুসারে, সিডিপিও ও এসএমপি ইনচার্জের যোগসাজশে কেন্দ্রে নির্ধারিত ৪০ কেজি চাল-ডাল পাঠানোর পরিবর্তে কম পরিমাণ সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে শিশু ও মাতৃসেবা প্রকল্পে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কদমতলা সিডিপিও অফিসে যোগদানের আগে বিশ্বজিৎ দাস পানিসাগর সিডিপিও অফিসে কর্মরত ছিলেন, যেখানে তিনিও এসএমপি ইনচার্জের সঙ্গে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৬ জুলাই ২০২৫ ইং
২১ আষাঢ়,রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সমান অধিকার কাম্য

নারী শিক্ষার উন্নতি হইলে, বা মেয়েদের কর্মসংস্থান হইলে, এ দেশে নারী নির্যাতন কমিবে, এ কথা হলফ করিয়া বলিবার সাহসও এখন আর নাই।নারী নির্যাতনের অর্ধেকও যদি নথিবদ্ধ হয়, সে সংখ্যাও বিস্ময়কর। এই শারীরিক, মানসিক অত্যাচার বা যৌন নির্যাতন কোভিডের পর আরও অনেক বাড়িয়াছে। এ ছাড়া পথঘাটের অপমান, অত্যাচার, খুনখারাপি, পণের জন্য পৈশাচিকতা ইত্যাদি তো আছেই।১৪৬টি দেশের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্যের বিশ্বতালিকায় ভারত এখন ১৩৫ নম্বরে। ২০২১ থেকে নাকি ২০২২-এ খানিক উন্নতি হইয়াছে, তবে তাহা এতই সূক্ষ্ম যে, দশমিকেরও দু'ঘর পিছনে লজ্জায় লুকাইয়া থাকে। আর তালিকার বাইরে পড়িয়া থাকে সেই অগুনতি 'ছোটখাটো' নির্যাতন, বহু যুগের 'অভ্যাস' যাহাদের 'স্বাভাবিক' বানাইয়া ছাড়িয়াছে। অধিকাংশ পরিবারেই মাছের বড় টুকরো, ফল বা দুধের ভাগ, গাড়ির সামনের আসন, এমনকি শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পর্যন্ত প্রথমে পুরুষেরই প্রাপ্য।নারী নির্যাতনের প্রতিকার কোথায়? 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি'তে? আদালতে 'গার্হস্থ হিংসা'র কেস অমীমাংসিত ঝুলিতেছে ৪ লক্ষের বেশি। ধর্ষক জামিন পাইয়া বাইরে বাহির হইয়া একই নারীকে পুনর্বার ধর্ষণ করিয়াছে, তাহাকে বা তাহার আত্মীয়-পরিজনকে খুন করিয়াছে। ২০২০ সালে ভারতে ধর্ষকদের সাজা হইয়াছে মাত্র ২৭ শতাংশ। পরের বছর 'গার্হস্থ হিংসা'য় অভিযুক্তদের শাস্তি হইয়াছে মাত্র ২৪ শতাংশ। অভিযোগ জানাইতেই পারেনি, এমন দুর্ভাগার সংখ্যা তো গুনিয়া শেষ করা যাইবে না। ভারতে ১০০ জনে ৩০ জনের বেশি নারী আজও নিরক্ষর। বিভিন্ন 'শ্রী'যুক্ত প্রকল্পের আকর্ষণে মেয়েরা হয়তো স্কুলে ভর্তি হইতেছে, কিন্তু মাত্র ৪১ শতাংশ ছাত্রীই ১০ বছর স্কুলে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে। কোভিডের কোপ যে কত ছাত্রীকে স্কুলছাড়া করিয়াছে, তাহার হিসাব কষা মুশকিল। ভারতের সমগ্র শ্রমশক্তিতে মেয়েদের যোগদান এখনও ২০ শতাংশই ছুঁইতে পারেনি।

ভারতে নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের সিংহভাগই ঘটায় বাড়ির লোক। নারী নির্যাতনের অর্ধেকও যদি নথিবদ্ধ হয়, সে সংখ্যাও বিস্ময়কর। এই শারীরিক, মানসিক অত্যাচার বা যৌন নির্যাতন কোভিডের পর আরও অনেক বাড়ীয়াছে। এ ছাড়া পথঘাটের অপমান, অত্যাচার, খুনখারাপি, পণের জন্য পৈশাচিকতা ইত্যাদি তো আছেই।যে নির্যাতন খবরে উঠিয়া আসে না নারী শিক্ষার উন্নতি হইলে, বা মেয়েদের কর্মসংস্থান হইলে, এ দেশে নারী নির্যাতন কমিবে, এ কথা হলফ করিয়া বলার সাহসও এখন আর নাই।

পিএনবি কেলেঙ্কারি: নীরব মোদির ভাই নেহাল মোদি আমেরিকায় গ্রেপ্তার, ভারতের প্রত্যর্পণ চেয়ে জারি রেড কর্নার নোটিশ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই: পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত নীরব মোদির ছোট ভাই নেহাল দীপক মোদিকে আমেরিকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর অনুরোধে ইন্টারপোল রেড কর্নার নোটিশ জারি করার পর, ৪ জুলাই মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁকে হেফাজতে নেয়।

বেলজিয়ামের নাগরিক নেহাল মোদি বহুদিন ধরেই ভারতের প্রত্যর্পণ চেষ্টাকে আইনি পথে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি রেড কর্নার নোটিশ বাতিল করতে ব্যর্থ হন। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, পিএনবি কেলেঙ্কারির পর প্রমাণ নষ্ট, সাক্ষীদের ভয় দেখানো এবং তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত করার কাজে তিনি তাঁর ভাই নীরব মোদিকে সহায়তা করেছিলেন।

এছাড়াও, তাঁর বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার কালো টাকা বিদেশে শেল কোম্পানি ও জাল লেনদেনের মাধ্যমে পাচার করার অভিযোগ রয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, ওই অর্থ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে আয় করা হয়েছিল এবং তা গোপনে বিদেশে সরিয়ে ফেলা হয়।

নেহালের প্রত্যর্পণ মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ জুলাই হবে। ওই শুনানির আগে তাঁর পক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা যেতে পারে, তবে মার্কিন প্রসিকিউশন আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে তারা জামিনের বিরোধিতা করবে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের শুরুর দিকে পিএনবি কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসে। আনুমানিক ১৩,৫০০ কোটির এই ব্যাঙ্ক প্রতারণা ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় তীব্র আলোড়ন তোলে। এর মধ্যে শুধুমাত্র নীরব মোদির বিরুদ্ধে ৬,৪৯৮.২০ কোটি এবং তাঁর কাকা মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ৭,০৮০.৮৬ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে।

নীরব মোদি ও মেহুল চোকসি দু'জনেই ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। নীরব মোদি ২০১৯ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাজ্যে গ্রেপ্তার হন এবং বর্তমানে লন্ডনের একটি কারাগারে রয়েছেন। তিনি এখনও ভারতের হাতে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, মেহুল চোকসি এখন অ্যান্টিগুয়ায় রয়েছেন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইনি জটিলতায় জড়িয়ে আছেন।

টেক্সাসে প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা, ২৪ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ বহু শিশুক্যাম্পের ছাত্রী

টেক্সাস, ৫ জুলাই: প্রবল বর্ষণের জেরে টেক্সাসের হিল কান্টি এলাকায় শুক্রবার (৪ জুলাই) রাতভর ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই গুয়াডালুপে নদী উপচে পড়েছে, এবং বন্যায় কমপক্ষে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া একটি গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে অংশ নেওয়া ২০ জনের বেশি কিশোরী এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, শনিবার (৫ জুলাই)ও টেক্সাসের একটি বড় অংশে "জীবন-সংহারী ফ্ল্যাশ ফ্লাড" বা আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং প্লাবিত রাস্তাগুলো এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে।

ঘটনার কেন্দ্রে থাকা কারভিল এবং কমফোর্ট শহরে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। শুক্রবার রাত থেকে বোয়ের্ন অনুসন্ধান এবং উদ্ধার টিম গুয়াডালুপে নদীর ধারে জোডিয়াক বোট নিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। যদিও প্রবল বৃষ্টিপাত ও নদীর জলস্তর দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় উদ্ধার তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রিগান আর্নল্ড কমফোর্টে নিজের বাড়ির পাশে নদীর জল কতটা বেড়ে উঠছে, তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর কথায়, এমন পরিস্থিতি আগে কখনও দেখেননি। ইতিমধ্যে অনেক গাছপালা, গাড়ি ও বসতঘর সম্পূর্ণভাবে জলের নিচে চলে গেছে।

ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস পশ্চিম বারনেট কাউন্টির জন্য ফ্ল্যাশ ফ্লাড সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়া দফতরের আশঙ্কা, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরও ভারী বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

কারভিল ও কমফোর্ট অঞ্চলে সেনা, পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল রাতভর কাজ চালিয়ে গেলেও, নিখোঁজদের হদিস মেলেনি এখনও। নিখোঁজ শিশুদের পরিবারের সদস্যরা আশঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্যে অপেক্ষা করছেন।

সামাজিক নয়, অসামাজিক অপরাধ 'ধর্ষণ'

হীরক কর

ধর্ষণ শুধু একটি মেয়ের ওপর নিপীড়ন নয়, বরং পুরো সমাজের ওপর আঘাত। ধর্ষণ মানুষের মৌলিক অধিকার ও সম্মান ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করে। তাই এটা সামাজিক অপরাধ বলা যায় না। বরং এটি অসামাজিক অপরাধ।

ইদানীং দেশে আশঙ্কাজনক হারে ধর্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতা কম কিসে; গত বছর আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এবছর সাউথ কলকাতা ল' কলেজ। এখন সারা ভারতে সংবাদ শিরোনামে।

শিশু থেকে ষাটোর্ধ জননী কেউ হায়েনাদের কাছ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে ধর্ষণের বীভৎস চিত্র। ধর্ষণের ভয়াবহতায় মানুষ আঁতকে উঠছে।

ধর্ষণ নিয়ে সমাজের বদ্ধমূল ধারণা হলো, এটি ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের জন্য সম্মানহানিকর। ফলে অনেকে ধর্ষণের শিকার হয়েও মুখ খোলেন না। এমন ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রতা সহ বিভিন্ন জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। ধর্ষণের ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, নারী পারিবারিকভাবে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। একা একা বাইরে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে এমন বিভীষিকাময় ও অসহিষ্ণু অবস্থা দেখে যে কেউ আতঙ্কিত হতে পারে। ধর্ষণকারী শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, অনেক সময় ধর্ষণের পর ভুক্তভোগীকে নৃশংসভাবে হত্যা পর্যন্ত করছে। আরজি করের তিলোত্তমা তার প্রমাণ। এটা শুধু যে আইন-শৃঙ্খলার ব্যর্থতা তেমনটা নয়, বরং নৈতিকতার চরম অবক্ষয়। "ধর্ষণ একটি সামাজিক ব্যাধি"-ধারণাটি ভুল। ইন্টারনেটের হাটুরে ব্লগে, এনজিওদের সাইটে বা ধর্ষণ প্রতিরোধমূলক সামাজিক আন্দোলনের সাইটেও "রেপ ইজ আ সোশ্যাল ডিজিজ" বাক্যটির বারোয়ারি প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু বিদ্বজ্জন কেন এই ভুল করবেন? বাংলায় লেখা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়েও এ ভুল আছে। যাঁদের এ ভুল করা মোটেই উচিত নয়, যেমন: সমাজবিজ্ঞান, অপরাধবিজ্ঞান বা নারী ও জেন্ডার অধ্যয়নের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, তাঁদেরও এ ভুল করতে দেখা যায়। সাংবাদিকেরা লিখছেন। ছাপছেনও। তাতে "সমাজের অসুখ" ভাবটি বোঝানোর একটি চেষ্টা থাকে। যদিও এই অগভীর ভাবধর্মী (সাবজেক্টিভ) ধারণা নীতি নৈতিকতা-মূল্যবোধের অসুখ বা জ্বলনের দিকে ইঙ্গিত করে। তাহলেও ধর্ষণ মোটেই "সামাজিক ব্যাধি" নয়। এ ভুলের তাৎক্ষণিক বিপদগুলো ভেবে দেখা দরকার। ধর্ষণ তো সামাজিক নয়, অসামাজিক। ধর্ষণের শিকার হওয়া ইচ্ছাধীন নয়, ইচ্ছাবিরুদ্ধ। প্রকাশ্য নয়, গোপন।

আনন্দের নয়, বেদনার। আইনি নয়, বেআইনি- এক কথায় অন্যায়-অনৈতিক- অধার্মিক-বেআইনি, সবই। তা ছাড়া "সমাজ" অনেক বড় ক্যানভাস। যুদ্ধে, জেলখানায়, থানায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা হেফাজতে, পুনর্বাসন কেন্দ্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ষণের ঘটনাগুলোর একেকটি অন্যটির চেয়ে আলাদা। শিশুদের যৌন বলাৎকার আরেক ধরনের নির্যাতন। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষা-সুযোগ প্রাপ্ত- শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত, ধর্মপ্রভাবযুক্ত-প্রভাবমুক্ত ইত্যাদি বর্গের ধর্ষণঝুঁঝুঁকির তারতম্য আছে। গৃহকর্মী, আশ্রিতা নারী, ঘরের বাইরে কর্মজীবী নারী, কৃষিজীবী নারী, আদিবাসী নারী, শারীরিক ও বুদ্ধিপ্রান্তিক নারী, শহুরে মধ্যবিত্ত নারী, শিক্ষিতা মহিলাদের বেলায় ধর্ষণের অপঘাত ভিন্নভিন্ন রকম হতে পারে। পুরুষও কি ধর্ষণের শিকার হয় না? "সামাজিক ব্যাধি" হলে ধর্ষণের এত বৈচিত্র্য ও রকমফের থাকত না।ধর্ষণ একটি ভয়াবহ "অপরাধ"। জঘন্য এই অপরাধকে "সামাজিক ব্যাধি" বললে প্রকারান্তরে অপরাধটির লঘুকরণ ও নির্দোষিকরণই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হতে পারে সমাজই যেন ধর্ষণের জন্য দায়ী। কিন্তু সমাজে ধর্ষণবিরোধী মানুষের সংখ্যাই বেশি এবং সমাজের সৃষ্টিই হয় ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধ যাতে না হয়, সে জন্য; ধর্ষণের মতো অপরাধের দায় নেওয়ার জন্য নয়। সোজা কথা, আইনমতে ধর্ষণ অপরাধ। অপরাধবিজ্ঞানের চোখে ধর্ষণ অপরাধ ও স্খলন (ক্রাইম অ্যান্ড ডেভিয়্যান্স)। সমাজবিজ্ঞানে ধর্ষণের কারণ "সামাজিক বিচ্যুতি" (সোশ্যাল ডিজঅর্গানাইজেশন)। অর্থাৎ "সামাজিক ব্যাধি" কোনো বিজ্ঞানসম্মত ধারণাই নয়। "সামাজিক ব্যাধি" বলা হলে বরং ধর্ষণের জন্য নারী দায়ী বা পোশাক দায়ী ধরনের পিতৃতান্ত্রিক আদি ও আদিম অভিযোগই প্রতিষ্ঠা পায়। ২০০৫ সালে সাফোক ইউনিভার্সিটি 'ল রিভিউ' জার্নালে ইলিন সেইডম্যান ও সুজান ভিকার্স "দ্য সেকেন্ড ওয়েভ: অ্যান অ্যাজেন্ডা ফর দ্য নেক্সট থার্টি ইয়ারস অব ল রিফর্ম" শিরোনামের গবেষণা প্রবন্ধে এ রকম সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে, ধর্ষণই নয়, অযাচিত শারীরিক আগ্রাসনও (আনওয়ান্টেড ফিজিক্যাল অ্যাগ্রেশন) মারাত্মক অপরাধ। এটি প্রায় ধর্ষণেরই পূর্বপর্যায়। অনেকে একে সামাজিক সমস্যা বললে তাঁরা মানলেন না। সেইডম্যান ও ভিকার্স বললেন যে, অযাচিত শারীরিক আগ্রাসনকেও অপরাধ ঘোষণা করতে হবে এবং কঠোর নিরোধী আইন তৈরি করতে হবে। সে জন্য তাঁরা আইন সংশোধনও চান। "ধর্ষণ একটি সামাজিক ব্যাধি" লেখা এবং বলার মাধ্যমে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধকে লঘুকরণ করা বন্ধ হোক। এই চিন্তাটিই প্রতিষ্ঠিত হোক যে "ধর্ষণ সামাজিক ব্যাধি" কখনোই নয়। অসামাজিক চূড়ান্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হল "ধর্ষণ"।

২০১৮ সালে জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো ভারতে প্রতি ১৫ মিনিটে একটি ধর্ষণের খবর দিয়েছে। উপরন্তু, এনসিআরবি-এর তথ্য অনুসারে, দেশে একদিনে ৯১টি পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তাই, এই পরিস্থিতি গবেষকদের এই ধরনের অপরাধের কারণগুলো অনুসন্ধান করার জন্য তাৎক্ষণিক মনোযোগ আকর্ষণের দাবি করে। বর্তমান গবেষণা ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ৩৭জন পুরুষের ওপর করা হয়েছিল। যে গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়গুলো উঠে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে ধর্ষণের প্রতি মনোভাব, যৌন সীমাবদ্ধতা, পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য, পশ্চিমাকরণ, সামাজিক সহায়তার অভাব, শোষণ, আইনের প্রতি উপলব্ধি এবং মনোভাব, মানসিক প্রভাব এবং শৈশবকালীন মানসিক আঘাত। এই গবেষণায় বেশ কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বলে ব্যাখ্যা করা হয় যেখানে নারীদের পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে দেখা হয়। এর উৎপত্তি যাই হোক না কেন, ধর্ষণ একটি গুরুতর অপরাধ এবং বেশিরভাগ দেশেই সাধারণ আইন ব্যবস্থায় এটিকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেক ধর্ষণের বিচারে, অভিযুক্তের অপরাধবোধ বা নির্দোষ তা নির্ভর করে ভুক্তভোগী কিনা তার ওপর। যৌন মিলনের জন্য সম্মতি। সম্মতি নির্ধারণ প্রায়শই কষ্টকর হতে পারে। আদালতে ধর্ষণের শিকারদের জেরা। ফলস্বরূপ, অনেক ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি পুলিশে অপরাধের রিপোর্ট না করা বা তাদের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে অস্বীকৃতি জানান। নানামুখী কারণে ধর্ষণের মতো এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। ধর্ষণের পিছনে যেসব কারণকে দায়ী করবো, তা হল নৈতিকতার অভাব বা অবক্ষয়, নারীদের সচেতনতার অভাব, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি না দেওয়া, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিরোধের অভাব, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উদাসহীনতা ইত্যাদি। এরকম নানান কারণে ঘটছে ধর্ষণের ঘটনা। লাঞ্ছিত হচ্ছেন নারীরা। এটি কারো একার পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন পারিবারিক ও সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ধর্ষণ প্রতিরোধে সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন বলে মনে হয়, তা হল সকলের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগরণ। কোনও ধর্মেই ধর্ষণের মতো কাজকে উৎসাহিত করা হয়নি। সুতরাং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর প্রবল গুরুত্ব দেওয়া উচিত। নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ করার মাধ্যমে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব সৃষ্টিই পারে ধর্ষণ প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা রাখতে। এছাড়া নারীদের ধর্ষণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং হঠাৎ করে ধর্ষণের শিকার হলে নিজেদের বাঁচাতে পারে এমন আত্মরক্ষামূলক কৌশল শেখানো উচিত। অন্য আরেকটি ব্যাপার যা ধর্ষণ প্রতিরোধে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে, তা হল অভিভাবকের সতর্কতা। ধর্ষণ নিয়ে সমাজের বদ্ধমূল ধারণা হলো, এটি ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের জন্য সম্মানহানিকর। ফলে অনেকে ধর্ষণের শিকার হয়েও মুখ খোলেন না। এমন ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। সাহসী হয়ে থানায় আসতে হবে। পুলিশকে অভিযোগ জানাতে হবে। যেমনটা করেছে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের মেয়েটি। তাকে "হ্যাটস অফ"।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উত্থান: কোয়ান্টাম শ্রেষ্ঠত্ব

আবুল বাসার

'কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি' শব্দটি প্রথম চালু করেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির পদার্থবিজ্ঞানী জন প্রেসকিল। সেই ২০১২ সালে। তখন অনেক বিজ্ঞানী অবিশ্বাসে মাথা নেড়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, কোন ডিজিটাল কম্পিউটারকে ছাড়িয়ে যেতে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের লেগে যেতে পারে কয়েক শতাব্দী না হলেও অন্তত কয়েক দশক। সর্বোপরি, সিলিকন চিপের ওয়েফারের বদলে প্রতিটি আলাদা আলাদা পরমাণুর ওপর কম্পিউটিং করা ভয়াবহ কঠিন ভাবা হতো। কারণ স্রেফ অতিসামান্য কম্পন বা গোলমালও কোয়ান্টাম কম্পিউটারের পরমাণুগুলোর সূক্ষ্ম নৃত্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি সম্পর্কে এই বিস্ময়কর ঘোষণাগুলো এখন নিন্দুকের মুখে ছাই দিয়েছে। সেখান থেকে এখন ভাবনাটা সরে এসেছে। এখন মূল ভাবনা হল, ক্ষেত্রটার উন্নয়ন কতটা দ্রুত এগিয়ে চলছে।

এ অসাধারণ সফলতার কারণে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়েছে, তা নাড়া দিয়েছে বিশ্বের নানা দেশের বোর্ডরুম ও শীর্ষ গোপন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকেও। হুইসেল ব্লোয়ারদের মাধ্যমে ফাঁস হওয়া নথিতে দেখা গেছে, মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি এ ক্ষেত্রের উন্নয়নগুলো খুবই কড়া নজরদারিতে রেখেছে। কারণ কোয়ান্টাম কম্পিউটার এতই শক্তিশালী যে তাত্ত্বিকভাবে এই যন্ত্র আমাদের জানা সব ধরনের সাইবারকোড ভেঙে ফেলতে সক্ষম। তার মানে, বিভিন্ন দেশের সরকার অতি সর্তকভাবে যেসব গোপনীয়তা রক্ষা করেযেগুলো তাদের মুকুটের রত্নের মতো সবচেয়ে সংবেদনশীল তথ্য সম্বলিতসেগুলো আসলে আক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন কর্পোরেশন ও ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোপনীয়তাও এখন হুমকির মুখে। সেটা এতই জরুরি পরিস্থিতি যে সম্প্রতি বড় কর্পোরেশন ও সংস্থাগুলো এই নতুন যুগে অনিবার্য পরিবর্তনের পরিকল্পনা করতে সহায়তার জন্য গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে। সেটি ইস্যু করেছে মার্কিন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেকনোলজি (এনআইএসটি)। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নীতি ও মান নির্ধারণ করে এ প্রতিষ্ঠান। এনআইএসটি এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে যে ২০২৯ সালের মধ্যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ১২৮ বিটের এইএস এনক্রিপশন ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবে। কোডটি (১২৮-bit AES) এখন ব্যবহার করছে বেশকিছু কোম্পানি।

আলী এল কাফারানি ফোবর্স ম্যাগাজিনে লিখেছেন, 'যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষার জন্য এটি একটি ভয়াবহ আশঙ্কা।' ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি ফর কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সায়েন্সে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে চীন সরকার। কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ ও দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রটিতে নেতৃত্ব স্থান পেতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিভিন্ন জাতি এই কোডগুলো রক্ষা করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মতো অস্ত্র সজ্জিত হয়ে কোনো হ্যাকার হয়তো এ গ্রহের যেকোনো ডিজিটাল কম্পিউটারের সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারবে। তারপর বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে। এমনকি বাদ যাবে না সামরিক বাহিনিও। তখন সকল সংবেদনশীল তথ্য হয়তো হস্তগত হবে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাধ্যমে ওয়াল স্ট্রিটের ভেতরের খাস কামরায় ঢোকা যাবে। সে কারণে অস্থিরতার মুখে পড়বে আর্থিক বাজারগুলো। ব্লকচেইনও হয়তো আনলক করতে পারবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। তাতে বিটকয়েন বাজারেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য। অডিট, কনসালটিং ও ফাইনানশিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ডেলোটি হিসেব কষে দেখেছে, কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাধ্যমে হ্যাকিংয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ বিটকয়েন।

'যারা এই ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলো চালাচ্ছে, তারা সম্ভবত নার্ভাসভাবে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকবে।' সিবি ইনসাইট নামের একটা ডেটা সফটওয়্যার আইটি কোম্পানি একটা প্রতিবেদনের উপসংহার টেনেছে এই কথাটি দিয়ে।

কাজেই বৈশ্বিক অর্থনীতি ঝুঁকির মুখে রয়েছে। সেটা ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ওয়াল স্ট্রিট ব্যাংকগুলো মাল্টি বিলিয়ন ডলারের লেনদেনের ট্র্যাক রাখতে কম্পিউটার ব্যবহার করে। আকাশচুম্বী ভবন, সেতু ও রকেটের নকশা করতে কম্পিউটার ব্যবহার করেন প্রকৌশলীরা। হলিউডের ব্লকব্লাস্টার মুভিগুলো প্রাণবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করেন শিল্পীরা। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো কম্পিউটার ব্যবহার করেন তাদের পরবর্তী বিস্ময়কর ওষুধ তৈরি করতে। শিশুরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে সর্বশেষ প্রকাশিত ভিডিও গেম খেলতে কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করে। আমাদের বন্ধু, সহযোগী ও আত্মীয়দের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক খবরাখবর পেতে সেলফোনের ওপর নির্ভর করি আমরা। নিজেদের ফোনগুলো খুঁজে না পেলে আতঙ্কিত হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সবারই আছে। আসলে মানুষের এমন কোনো কার্যকলাপের কথা এখন বলা খুবই কঠিন, যেগুলো কম্পিউটারের কারণে পরিবর্তন হয়নি। কম্পিউটারের ওপর আমরা এতই নির্ভরশীল যে কোনোভাবে যদি বিশ্বের সব কম্পিউটার হুট করে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোটা মানবসভ্যতা চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাবুডুবু খাবে। তাই বিজ্ঞানীরা এত গভীরভাবে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করছেন।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারের উত্থানে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে সিলিকন যুগ ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত অর্ধ শতকে কম্পিউটারের ক্ষমতার আকস্মিক বৃদ্ধিকে বর্ণনা করা হতো মূরের সূত্রের মাধ্যমে। ইন্টেলের প্রতিষ্ঠাতা গর্ডন মুরের নামে এ সূত্রের নামকরণ করা হয়েছে। মূরের সূত্র অনুসারে, প্রতি ১৮ মাসে কম্পিউটারের ক্ষমতা হবে দ্বিগুণ। এই সহজ সূত্রই কম্পিউটারের ক্ষমতার লক্ষণীয় সূচকীয় বৃদ্ধি অনুসরণ করে আসছে। মানবজাতির ইতিহাসে এই বাড়ার হার নজিরবিহীন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরনের ব্যাপক প্রভাব ফেলা আমাদের আর কোনো উদ্ভাবণের কপালে ঘটেনি।

ইতিহাসে কম্পিউটারকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেকগুলো পর্যায়। প্রতিটি পর্যায়েই এ যন্ত্রের ক্ষমতা বেড়েছে ব্যাপকভাবে। সেইসঙ্গে ঘটিয়েছে বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তনও। আসলে মুরের সূত্রটি ১৮০০-এর প্রথম দশকের মেকানিকেল কম্পিউটার যুগ পর্যন্ত পিছিয়ে বিস্তৃত করা যায়। সে যুগে ঘূর্ণমান সিলিন্ডার, খাঁজকাটা চাকা, গিয়ার ও হুইল ব্যবহার করে সাধারণ পাটিগণিতের কাজ করতেন প্রকৌশলীরা। গত শতাব্দীতে এসব ক্যালকুলেটর বা গণকযন্ত্রগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়। তখন গিয়ার বাদ দিয়ে যুক্ত করা হয় রিলে ও তার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সরকারের গুপ্ত কোড ভাঙতে কম্পিউটারে সারি সারি করে সাজানো বিপুল সংখ্যক ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হতো। এই যুদ্ধের পর দেখা গেল এক ক্রান্তিকালের। গতি ও শক্তি অব্যাহতভাবে বাড়াতে ভ্যাকুয়াম টিউবের বদলে ট্রান্সজিস্টরের ব্যবহার শুরু হল। ট্রানজিস্টর মাইক্রোস্কোপিক আকৃতির মতো ছোট করে বানানো সম্ভব।

কোনো কিছুই চিরকাল টিকে থাকে না। দেখা গেছে, কম্পিউটারের বিকাশের প্রতিটি ক্রান্তিকাল এক সৃজনশীল ধ্বংস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগের প্রযুক্তিকে অকেজো করে তুলেছে। ১৯৫০-এর দশকে মেইনফ্রেম কম্পিউটারগুলো কিনতে পারতো কেবল পেন্টাগন এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলোর মতো বড় কর্পোরেশন ও সরকারি সংস্থাগুলো। সেগুলো বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল (যেমন ইনিয়াক কম্পিউটার ত্রিশ সেকেন্ডে যে কাজ করতে পারত, সেটা কোন মানুষের করতে লাগত প্রায় ২০ ঘন্টা)। তবে সেগুলোর দাম ছিল খুবই চড়া। তবে প্রায়ই একটা অফিসের গোটা একটা তলার জায়গা দখল করত ওইসব কম্পিউটার। মাইক্রোচিপের উদ্ভাবণ এ গোটা প্রক্রিয়ায় বিপ্লব বয়ে এনেছে। কারণ কয়েক দশক ধরে এর আকার ক্রমাগত কমেছে। তাতে আপনার নখের মতো আকৃতির একটা সাধারণ চিপে এখন রাখা সম্ভব প্রায় এক বিলিয়ন সংখ্যক ট্রানজিস্টর। বর্তমানে ভিডিও গেম খেলার জন্য শিশু-কিশোররা যে সেল ফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, তা এককালে পেন্টাগনের নাদুস-নুদুস ডাইনোসরের মতো পুরো ঘরভর্তি কম্পিউটারের তুলনায় অনেক গুণ শক্তিশালী। নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায়, আমাদের পকেটে যে কম্পিউটার থাকে, তার শক্তি স্নায়ুযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত যেকোন কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

কোনো কিছুই চিরকাল টিকে থাকে না। দেখা গেছে, কম্পিউটারের বিকাশের প্রতিটি ক্রান্তিকাল এক সৃজনশীল ধ্বংস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগের প্রযুক্তিকে অকেজো করে তুলেছে। মুরের সূত্র এরই মধ্যে ধীর গতির হতে শুরু করেছে। একসময় হয়তো তা থেমেও যাবে। তার কারণ হল, মাইক্রোচিপ এতই কমপ্যাক্ট বা ঘনবিন্যস্ত যে ট্রানজিস্টরের সবচেয়ে পাতলা স্তরটির বিস্তৃতি লম্বালম্বি করে রাখা প্রায় ২০টি পরমাণু জায়গায় পৌঁছে গেছে। সেটা যখন প্রায় পাঁচটি পরমাণুর জায়গায় পৌঁছাবে, তখন ইলেকট্রনের অবস্থান হয়ে যাবে অনিশ্চিত। তাতে চিপ থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়ে চিপে সর্টসার্কিট হতে পারে। কিংবা এত বেশি তাপ তৈরি হতে পারে, যাতে চিপটি গলে যাবে। অন্য কথায়, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে, আমরা যদি প্রধানত সিলিকন ব্যবহার অব্যাহত রাখি, তাহলে মুরের সূত্র অতি অবশ্যই ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়বে। এভাবেই আমরা সাক্ষী হতে পারি সিলিকন যুগের সমাপ্তির। আমাদের অগ্রগতির পরের ধাপটি হতে পারে সিলিকন পরবর্তী বা কোয়ান্টাম যুগ।

ইন্টেলের সঞ্জয় নটরাজন বলেছেন, 'আমরা চেপে ধরেছি। আমরা বিশ্বাস করি, এ নকশারীতিতে সবকিছুই ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।' সিলিকন ভ্যালি হয়ে উঠতে পারে পরবর্তী রাস্ট বেল্ট বা একটা মরিচা বলয়। সবকিছু এখন শান্ত বলে মনে হলেও আগে বা পরে এই নতুন ভবিষ্যতের সূচনা হবে। গুগলের এআই ল্যাবের পরিচালক হার্টমুট এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মনে হচ্ছে কিছুই ঘটছে না। কিছুই না। তারপর হুট করে একদিন ঢুকে যাবেন ভিন্ন কোনো জগতে।'

পরমাণু হল ঘূর্ণমান লাটিমের মতো। এক চুম্বকীয় ক্ষেত্রে পরমাণুগুলো চুম্বকীয় ক্ষেত্রটির সাপেক্ষে উপরে বা নিচে (আপ বা ডাউন) সারিবদ্ধ হতে পারে।

এগুলো এত শক্তিশালী কেন?

প্রশ্ন হল, কোনো জিনিসটা কম্পিউটারকে এত শক্তিশালী বা ক্ষমতাসম্পন্ন করেছে? আর তার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নতুন এ প্রযুক্তি হাতের মুঠোয় পেতে এমন মরিয়া হয়ে উঠছে?

আসলে আধুনিক সব কম্পিউটার গড়ে উঠেছে ডিজিটাল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। এই ডিজিটাল তথ্য ০ এবং ১-এর সিরিজে এনকোড করা যায়। তথ্যের সবচেয়ে ছোট একক, অর্থাৎ একক ডিজিটকে বলা হয় এক বিট। ০ ও ১-এর অনুক্রম ডিজিটাল প্রসেসরে দেওয়া হয়। সেটাই গণনাগুলো সম্পাদন করে আউটপুট তৈরি করে। যেমন আপনার ইন্টারনেট সংযোগ মাপা হয় হয়তো বিট পার সেকেন্ড বা বিপিএস-এর প্রেক্ষিতে। তার মানে, এক বিলিয়ন বিট আপনার কম্পিউটারে পাঠানো হচ্ছে। এ কারণে মুভি, ইমেইল, ডকুমেন্ট ইত্যাদিতে মুহূর্তের মধ্যেই ঢুকতে পারছেন।

যাইহোক, ডিজিটাল তথ্য ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান। 'দেয়ার'স প্লেন্টি অব রুম অব দ্য বটম' শিরোনামে তাঁর লেখা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ও প্রবর্তনমূলক এক রচনায় এবং পরের আরও কিছু রচনায় তিনি প্রশ্ন তোলেন: এই ০ আর ১-এর সিকোয়েন্সকে পরমাণুর দশা দিয়ে প্রতিস্থাপন করে পারমাণবিক কম্পিউটার তৈরি করি না কেন? ট্রানজিস্টরগুলো সম্ভাব্য সবচেয়ে ছোট বস্তু বা পরমাণু দিয়ে প্রতিস্থাপন করি না কেন?

পরমাণু হল ঘূর্ণমান লাটিমের মতো। এক চুম্বকীয় ক্ষেত্রে পরমাণুগুলো চুম্বকীয় ক্ষেত্রটির সাপেক্ষে উপরে বা নিচে (আপ বা ডাউন) সারিবদ্ধ হতে পারে। সেটা অনেকটা ০ ও ১-এর মতো। আপনার কম্পিউটারে এই সংখ্যা দুটোর (০ ও ১) দশার সঙ্গে ডিজিটাল কম্পিউটারের শক্তি সম্পর্কিত। কিন্তু অতিপারমাণবিক জগতের নিয়ম-কানুন উদ্ভট। তাই পরমাণুগুলো এ দুটি দশার যেকোনো সমাহারে স্পিন করতে বা ঘুরতে পারে। যেমন এমন দশাও পাওয়া সম্ভব, যেখানে পরমাণুটি ১০ শতাংশ সময় থাকবে আপ স্পিনে এবং ৯০ শতাংশ সময় থাকবে ডাউন স্পিনে। কিংবা ৬৫ শতাংশ সময় আপ স্পিন থাকবে এবং ৩৫ শতাংশ সময় থাকবে ডাউন স্পিন। আসলে পরমাণুর স্পিন বা ঘূর্ণনের উপায় আছে অসীম সংখ্যক। এটিই সম্ভাব্য দশার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেয়। কাজেই পরমাণুটি তথ্যও বহন করতে পারে অনেক বেশি। কেবল এক বিট নয়, বরং এক কিউবিট। অর্থাৎ একই সময়ে ঘটা আপ ও ডাউন দশার সমাহার। ডিজিটাল বিটগুলো একবারে মাত্র এক বিট তথ্য বহন করতে পারে। সেটাই তাদের ক্ষমতা বা শক্তিকে সীমিত করে তোলে। কিন্তু কিউবিট বা কোয়ান্টাম বিটের শক্তি বা ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন। ঘটনা হল, পারমাণবিক পর্যায়ে বস্তু একাধিক একই সময়ে একাধিক দশায় থাকতে পারে। একে বলা হয় সুপারপজিশন। (এর আরেকটা মানে হল, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত সূত্রগুলো পারমাণবিক পর্যায়ে নিয়মিত লঙ্ঘন করা হয। সেই পরিসরে ইলেকট্রন একই সময়ে দুটি স্থানে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা বড় বস্তুর ক্ষেত্রে সত্য নয়।)

আরও ব্যাপার হল, এসব কিউবিট পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু সাধারণ বিটের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। এই কাজটিকে বলা হয় এনট্যাঙ্গেলমেন্ট বা বিজড়ন। ডিজিটাল বিটগুলোর স্বাধীন দশা বা অবস্থা থাকে। সেখানে প্রতিবার যখনই আরেকটা কিউবিট যোগ করা হবে, তা আগের সবগুলো কিউবিটের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করবে। ফলে সম্ভাব্য মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা এর ফলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কাজেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার সহজাতভাবেই ডিজিটাল কম্পিউটারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ প্রতিবার একটি অতিরিক্তি কিউবিট যোগ করে আপনি মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিতে পারবেন।

যেমন বর্তমানে কোয়ান্টাম কম্পিউটারে থাকতে পারে ১০০ কিউবিটের বেশি। তার মানে, সেগুলো এক কিউবিটের সুপার কম্পিউটারের চেয়ে ২১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী। গুগলের সাইকোমোর কোয়ান্টাম কম্পিউটার প্রথমবারের মতো কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি অর্জন করেছিল। এ কম্পিউটার তার ৫৩ কিউবিট দিয়ে ৭২ বিলিয়ন বিলিয়ন বাইট মেমোরি প্রসেস করার ক্ষমতা রাখে। কাজেই সাইকোমোরের মতো কোয়ান্টাম কম্পিউটারই বর্তমানে প্রচলিত যেকোনো কম্পিউটারকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ক্ষেত্র অপরিসীম। আমাদের ডিজিটাল বিশ্ব অর্থনীতি থেকে কোয়ান্টাম অর্থনীতিতে রূপান্তর হওয়া সময় তার সম্ভাবনাটা অসাধারণভাবে বেশি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি অভিযান চালানো হয়।

ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গুণমানসম্পন্ন, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী: লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই: লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা আজ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইনোভেটিভ ফিজিশিয়ানস ফোরাম—এর সপ্তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আইপিএফ মেডিকন ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে 'গুণমানসম্পন্ন, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতের স্বাস্থ্যখাত গত কয়েক বছরে কাঠামোগত ও পরিষেবা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, ''আমাদের দেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখন আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও রোগীকেন্দ্রিক হয়েছে। ডিজিটাল হেলথ টেকনোলজি, সাশ্রয়ী চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সেবার বিস্তারে ভারতের অগ্রগতি প্রশংসনীয়।'' তিনি আরও বলেন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন এবং ন্যানো-সায়েন্সের মতো ক্ষেত্রগুলি চিকিৎসা গবেষণাকে নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

ওম বিড়লা জানান, ভারত আজ ওষুধ উৎপাদন ও চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। তিনি বলেন, ভারতের দক্ষ বিজ্ঞানী, দৃঢ় গবেষণা পরিকাঠামো এবং উদ্ভাবনের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ওষুধ, টিকা ও বায়োমেডিক্যাল গবেষণায় ভারতের অগ্রগতির প্রশংসা করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ''বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ যখন স্বাস্থ্যসংকটে ভুগছে, তখন ভারতীয় চিকিৎসকরা উদ্ভাবন ও আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের সুনাম প্রতিষ্ঠা করছেন।'' কভিড-১৯ মহামারীর সময় ভারতের স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক ও প্যারামেডিকদের নিষ্ঠা ও ত্যাগকে ''ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিচ্ছবি'' হিসেবে অভিহিত করেন।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে বিড়লা বলেন, সরকার গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চিকিৎসাক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, ''এটি সময়ের দাবি। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এবং রোগীর পরিচর্যা আরও উন্নত করতে হবে।'' নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মজবুতি আনতে গবেষণায় বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর জোর দেন তিনি।

সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই সম্মেলন শুধুই একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি ''মানবসেবার এক বৈশ্বিক মঞ্চ''। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই প্ল্যাটফর্মে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল সরঞ্জাম, রোবটিকস এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে, যা মানবকেন্দ্রিক ও কার্যকরী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গঠনে সহায়ক হবে।

এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাজ্যের চিকিৎসা প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সাংসদ কমলজিত সেহরাওয়াতও উপস্থিত ছিলেন।

আইএএসআইপিএস পরীক্ষায় মিজোরামের প্রতিনিধি হ্রাসে উদ্বেগ প্রকাশ লোকসভার এমপিব

আইজল, ৫ জুলাই: মিজোরামের একমাত্র লোকসভা সাংসদ রিচার্ড ভানলালহমাঙাইহা শুক্রবার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, রাজ্য থেকে আইএএস, আইপিএস বা আইএফএস এর মত কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষার্থী ও সফল প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমেই কমছে। তিনি মিজো ছাত্রছাত্রীদের ইউপিএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে এই সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই বক্তব্য তিনি দেন মিজোরামের শীর্ষ ছাত্র সংগঠন মিজো জিরলাই পাউল কর্তৃক আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, যেখানে মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের সম্মান জানানো হয়।

তিনি বলেন, ''গত কয়েক বছরে মিজোরাম থেকে কোনও ছাত্র ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।' উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে গ্রেস লালরিনদিকি পাচুয়া ছিলেন সর্বশেষ আইএএস পরীক্ষায় সফল মিজো প্রার্থী।

ভানলালহমাঙাইহা ছাত্রদের ইউপিএসসি-এর জন্য কঠোর প্রস্তুতির পরামর্শ দিয়ে বলেন, ''আমরা মিজোরামের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারি যদি আমাদের ছাত্ররা আগের মতো নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রস্তুতি নেয়।''

তিনি আশ্বাস দেন যে, যেকোনো প্রতিশ্রুতিশীল প্রার্থীকে তিনি সবরকম সহায়তা করতে প্রস্তুত। তাঁর কথায়, ''যাঁরা দেশের সেবা করতে চায়, আমি তাঁদের পাশে আছি। আমার দরজা ছাত্রদের জন্য সবসময় খোলা।''

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ছাত্রসমাজের উপর নির্ভর করছে এবং তাঁদের উচিত জাতীয় পর্যায়ে মিজোরামের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিজের মেধা ও সাধনার মাধ্যমে এগিয়ে আসা।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪ সালের পর থেকে মিজোরাম থেকে কেউ আইএএস, আইপিএস বা আইএফএস-এ সুযোগ পাননি যা কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক স্তরে রাজ্যের প্রতিনিধিত্বে একটি বড় শূন্যতা তৈরি করেছে।

মেঘালয়ে নিরাপত্তা সংকট ঘিরে আইএলপি কার্যকর করার দাবিতে কেন্দ্রকে চিঠি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চায় হিটো

শিলং, ৫ জুলাই: মেঘালয়ের স্বার্থরক্ষায় ইনার লাইন পারমিট ব্যবস্থাকে গোটা রাজ্যে কার্যকর করার দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিল হিনিওত্রেপ ইন্টিগ্রেটেড টেরিটোরিয়াল অর্গানাইজেশন। সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ, নিরাপত্তাজনিত হুমকি এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

হিটোর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া একটি বিশদ স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়ে চলা অনুপ্রবেশের পেছনে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর মদত থাকার বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে। এই পরিস্থিতি মেঘালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর হুমকি বলে মনে করছে সংগঠনটি।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ''টাকার লোভে সীমান্ত দিয়ে বেআইনি অনুপ্রবেশ বাড়ছে। এই অনুপ্রবেশ শুধু ভারতীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, বরং স্লিপার সেল ও সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বড় ঝুঁকি তৈরি করছে।''

হিটো আরও দাবি করেছে, হাজার হাজার ভুয়ো আধার এবং ভোটার কার্ড ব্যবহার করে এই অনুপ্রবেশকারীরা কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছে এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। সম্প্রতি সোহরায় এক হত্যাকাণ্ডে মধ্যপ্রদেশের কিছু অ-স্থানীয় ব্যক্তির জড়িত থাকার ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে, যা আরও একবার আইনগত ফাঁকের ইঙ্গিত দেয়।

সংগঠনটি জানিয়েছে, ''আজ আর ইনার লাইন পারমিট শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক সুরক্ষার বিষয় নয়এটি এখন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা।''

হিটোর মতে, ১৮৭৩ সালের বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন আইনের আওতায় থাকা ইনার লাইন পারমিট ব্যবস্থা যদি মেঘালয়ে কার্যকর করা হয়, তাহলে তা রাজ্যের নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রথমত, এটি সীমান্ত সুরক্ষাকে জোরদার করবে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে বহিরাগতদের প্রবেশ রোধ করতে সহায়ক হবে। দ্বিতীয়ত, মেঘালয়ের আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা এবং রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ইনার লাইন পারমিট একটি কার্যকরী মাধ্যম হতে পারে। তৃতীয়ত, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশবিরোধী শক্তি ও স্লিপার সেলদের প্রবেশ সহজেই চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। চতুর্থত, এটি সন্ত্রাসবাদ ও অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ নিরাপত্তা উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে তুলবে। সুতরাং, হিটো মনে করে যে, বর্তমানে মেঘালয়ে ইনার লাইন পারমিট প্রয়োগ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক স্বার্থ নয়, বরং একটি কৌশলগত জাতীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে।

হিটো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তিনি যেন রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত পদক্ষেপ নেন। চিঠির শেষে সংগঠনটি লিখেছে, ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি আপনার নেতৃত্বের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

জঙ্গল রাজ : পাটনায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খুনের পর বিরোধী তীরে বিদ্ধ নীতিশ সরকার, রাজনৈতিক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বিহারে

পাটনা, ৫ জুলাই : কয়েক মাসের মধ্যেই বিহারে অনুষ্ঠিত হবে বিধানসভা নির্বাচন। এরই মধ্যে পাটনায় মগধ হাসপাতালের মালিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোপাল খেমকার নির্মম হত্যাকাণ্ড রাজ্যের রাজনীতিতে তীব্র বিতর্কের ঝড় তুলেছে। শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ মিনিটে পাটনার অভিজাত গান্ধী ময়দান এলাকায় নিজের বাড়ির কাছে গাড়ি থেকে নামার সময় তিনি অজ্ঞাতপরিচয় বাইক আরোহীদের গুলিতে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে এবং বিরোধী শিবিরে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বিহারে জঙ্গল রাজ প্রসঙ্গ তুলে বিরোধীরা নীতিশ সরকারকে ক্রমাগত নিশানায় নিচ্ছেন।

আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব সরকারকে নিশানা করে বলেন, পাটনার থানার কয়েক পা দূরে এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খুন হয়ে যান! বিহারে মাসে শত শত ব্যবসায়ী খুন হচ্ছেন, তবু এটাকে জঙ্গল রাজ বলা যাবে না? কারণ এটাকে বলে মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, ইমেজ ম্যানেজমেন্ট। সামাজিক মাধ্যম এক্স-র নিজ হ্যান্ডেলে এই প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি।

পূর্নিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব এই ঘটনার নিন্দা করে সিবিআই তদন্তের দাবি তোলেছেন। তিনি বলেন, আমরা সমস্ত বিরোধী দল একসাথে এই ইস্যু নির্বাচন কমিশনের সামনে তুলব ৯ জুলাই। গোপাল খেমকার হত্যাকাণ্ডে আমরা সিবিআই তদন্ত চাই।

আরজেডি মুখপাত্র মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বলেন, এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। বিহারে এখন 'ক্রিমিনাল রাজ' চলছে। পুলিশের মনোবল ভেঙে পড়েছে, অপরাধীদের মনোবল বেড়ে গেছে। এই সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই অপরাধী আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, আজ যারা জঙ্গল রাজ বলে চিৎকার করেন, তারা বলুন — এই শাসন কোন রাজ? 'গুণ্ডা রাজ', 'অপরাধী রাজ' নয় কি? জেডিইউ মুখপাত্র নীরজ কুমার ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার করলেও সরকারের পদক্ষেপকে সঠিক বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, গোপাল খেমকা একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি ছিলেন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক। তবে রাজ্য পুলিশ এবং ডিজিপি তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নিয়েছেন। সিটি এসপি সেন্ট্রালের নেতৃত্বে একটি এসআইটি গঠন করা হয়েছে, যারা তদন্তের সব দিক খতিয়ে দেখছে। খেমকার ভাই শংকর খেমকা অভিযোগ করেন, ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর রাত ২:৩০ নাগাদ পুলিশ আসে। গোপাল নিজের বাড়ির সামনে পৌঁছেই গাড়ি থেকে নামছিলেন, ঠিক যেমনভাবে ২০১৮ সালে তার ছেলেও খুন হয়েছিল। আমরা আগেও সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু পুলিশ গুরুত্ব দেয়নি।২০১৮ সালে গোপাল খেমকার পুত্র গুঞ্জন খেমকাও একই কায়দায় বাইক আরোহীদের হাতে খুন হয়েছিলেন। কিন্তু সেই মামলা এখনও অমীমাংসিত। এবার গোপাল খেমকা নিজেই একই কায়দায় খুন হওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে এই ঘটনা নীতীশ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছে এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

মণিপুরে নিরাপত্তা অভিযান জোরদার, ইউএনএলএফ জঙ্গি গ্রেপ্তার, অস্ত্র ও চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার

ইম্ফল, ৫ জুলাই: মণিপুর পুলিশ ৪ জুলাই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ধারাবাহিক নিরাপত্তা অভিযান চালিয়ে একাধিক সাফল্য অর্জন করেছে। অভিযানগুলিতে এক ইউএনএলএফ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক। পাশাপাশি, চুরি যাওয়া চারটি গাড়ি ও ট্রাফিক নিয়মভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইম্ফল ওয়েস্ট জেলার মইরাংখোম এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সক্রিয় সদস্য হেইসনাম রোমিও সিংহ (৩৮)। তিনি লাফুপাট টেরা হিয়াং খংয়ের বাসিন্দা। অভিযোগ, রোমিও সিংহ ইম্ফল অঞ্চলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একটি মানিব্যাগ, একটি মোবাইল ফোন ও নগদ ২২,৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

এক পৃথক অভিযানে, সেকমাই থানার অন্তর্গত চানবিরোক পাহাড়ি এলাকায় উদ্ধার হয় একটি পরিবর্তিত বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল, একটি ৯ মিমি সাবমেশিনগান (ম্যাগাজিন সহ), একটি হাই-এক্সপ্লোসিভ হ্যান্ড গ্রেনেড (ডেটোনেটর ছাড়া), একটি হেলমেট, তিনটি ম্যাগাজিন, চার রাউন্ড ৫.৫৬ মিমি ইনসাস গুলি এবং চারটি আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস)।

থোবাল জেলার লিলং থানার অধীনে লিলং তুরেল আহানবি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া চারটি গাড়ি একটি সাদা মহিন্দ্রা বোলেরো, একটি নীল মারুতি সুজুকি ফ্রোনক্স, একটি

PNIET No:-07/EE/DWS-I/2025-26 dated 01-07-2025

Single bid percentage rate e-tender is invited for 2(two) nos. works viz. Maintenance of pipeline within the jurisdiction of D.W.S. Division Agartala-I during the year 2025-26/Repair, Mntc., block washing of different dia. pipeline & providing & fixing of sluice valve at different W/S Schemes in/c Bordowali WTP within the jurisdiction of AMC South Zone (Ward No-33,37,38,39, 40 & 50) of D.W.S. Sub- Division No.-II, Agartala .(Job No. TR 03/SE/TJB/2025-2026)
DNIET No.:07/EE/DWS-I/2025-26
Mntc. of pipeline within the jurisdiction of D.W.S. Division Agartala-I during the year 2025-26 / Repair, Mntc., block washing of different dia. pipeline & providing & fixing of sluice valve at different W/S Schemes in/c Bordowali WTP within the jurisdiction of AMC South Zone (Ward No- 41, 44, 45, 46, 47, 48 & 49) of D.W.S. Sub-Division No.- II, Agartala .(Job No. TR 04/SE/TJB/2025-26) DNIET No.:08/EE/DWS-I/2025-26
Deadline for online bidding:-Up to 15:00 hrs.
14-07-2025
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal@gmail.com.
ICA/C/1304/25

(For and on behalf of Governor of Tripura)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I Agartala, Tripura (W).

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/28/2025-26
dated: 01/07/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/35/2025-26	₹ 539,519.00	₹ 10,790.00	30 (thirty) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/36/2025-26	₹ 382,375.00	₹ 7,648.00	30 (thirty) days
3	DNIT NO.EE-IED/AGT/37/2025-26	₹ 290,121.00	₹ 5,802.00	365 (three six five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 21/07/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 21/07/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1313/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 9436925870

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE(PWD)/BLN/2025-26
DATED, 30-06-2025

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central upto 3.00 P.M. on 14-07-2025 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIeT No. 24/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,23,044.70	₹48,461.00	90 (Ninety) days	Appropriate Class
2.	DNIeT No. 25/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,25,153.87	₹48,503.00	90 (Ninety) days	
3.	DNIeT No. 26/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹16,34,488.91	₹32,690.00	90 (Ninety) days	
4.	DNIeT No. 27/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,05,664.74	₹48,113.00	90 (Ninety) days	

• Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 14-07-2025
• Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 14-07-2025
• Cost of Tender document: *.1,000/-
• Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.
ICA/C/ 1296/25

(Er. Litan Debnath)
Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/EE-JRN/PWD/2025-26 Dated: 02-07-2025

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 22-07-2025 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 17/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 24,10,281.00	Rs 48,206.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 18/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,61,342.00	Rs 47,227.00	180(One Hundred Eighty) Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 19/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,71,912.00	Rs 47,438.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 20/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 22,79,539.00	Rs 45,591.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 21/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,37,389.00	Rs 46,748.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 02-07-2025 to 22-07-2025.
Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 22-07-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 22-07-2025 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 1,000 each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C/ 1810/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

Central Selection Committee 2025
Education (Higher) Department
Government of Tripura

Date: - 05/07/2025

Notice for second round of Allotment for DEEET 2025 and subsequent admission

This is for information to all concerned that schedule for allotment letter publication and subsequent admission in different Polytechnic Institutions in Diploma 1st Semester will be as mentioned below:-

Place of publication of allotment Letter for ITILE 2025	https://deeet.tripura.gov.in/ (Candidates need to log in with credentials and collect the allotment letter)
Time and date of publication of allotment letter	**07/07/2025 (Monday) from 3:00 PM onwards**
Date of Admission to various Polytechnic Institutions	08/07/2025, 09/07/2025, 10/07/2025
Time of Admission	**As decided and notified by the concerned Institutions.**

DEEET 2025: দ্বিতীয় দফার এলটমেন্ট ও ভর্তির সময়সূচী

বিষয়	বিবরণ
এলটমেন্ট প্রকাশের ওয়েবসাইট	https://deeet.tripura.gov.in/ (প্রার্থীদের **এলটমেন্ট লেটার** সংগ্রহের জন্য তাদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করতে হবে)
এলটমেন্ট প্রকাশের তারিখ ও সময়	**৭ই জুলাই, ২০২৫ (সোমবার) বিকেল ৩:০০টা থেকে**
পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির তারিখ	**৮ই জুলাই, ২০২৫, ৯ই জুলাই, ২০২৫, ১০ই জুলাই, ২০২৫**
ভর্তির সময়	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নির্ধারিত এবং বিজ্ঞাপিত সময় অনুযায়ী। প্রার্থীদের তাদের **এলটমেন্ট লেটার নিয়ে** প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে সময় জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ICA/D-526/25

Sd/-
Chairman
(Central Selection Committee-2025)

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষায় আগাছার বাড়বাড়ন্তে ক্ষতি হতে পারে বাগানের

বর্ষার জল পেলেই হু-হু করে বেড়ে উঠতে থাকে আগাছা। বাগানে চলাফেরার অসুবিধার জন্য শুধু নয়, গাছের জন্যও ক্ষতিকর অবাঞ্ছিত গাছপালা। আগাছা, সযত্নে বড় করা গাছের জায়গা ও পুষ্টিতে ভাগ বসায়। ফলে শখের গাছের বাড়বৃদ্ধিতে অসুবিধা হয়। কোনও কোনও আগাছা আবার মানুষের জন্যও ক্ষতিকরও। তাই, কোন কোন গাছ দেখলেই উপড়ে ফেলা দরকার?

পার্থেনিয়াম- সামান্য জল, মাটি পেলেই বেড়ে ওঠে পার্থেনিয়াম। সাদা ফুল হয় গাছটিতে। রেললাইনের ধারে, রাস্তার পাশে এই গাছ দেখা যায়। এই গাছটি শুধু সাজানো বাগানের জন্য ক্ষতিকর নয়, মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। এই গাছ ও ফুল থেকে হাঁপানি সমস্যা দেখা দেয়। অ্যাজমা প্ল্যান্ট- খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে বাগান ভরিয়ে ফেলে অ্যাজমা প্ল্যান্ট। এই গাছ থেকে হাঁপানির ওষুধও তৈরি হয়। তবে বাগানে এক বার এই গাছ হলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অন্য গাছের পুষ্টিতে, আলো, হাওয়ায় ভাগ বসায়। ফলে এই গাছটি দেখা গেলেও দ্রুত কেটে ফেলা প্রয়োজন। শিয়ালকাঁটা- কাঁটাসহ গাছটিতে সুন্দর ফুল হয়। তবে বাগানের এক কোণে এক বার জন্মালে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগাছা হিসাবে পরিচিত শিয়ালকাঁটা। শোনা যায় সুদূর মেক্সিকোতে এর জন্ম। ক্ষেত, বাড়ির আশপাশে ঝোপঝাড়ে বেড়ে ওঠে আগাছা। কী ভাবে আগাছা নির্মূল করবেন? উপড়ে ফেললে বা কেটে দিলেও ফের আগাছা জন্ম নেয়। আগাছা সরাতে কেটে ফেলার পর জায়গাটি খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। মাটিতে রোদ না পড়লে চট করে গাছ গজাবে না।

কবিতায় সুন্দরবন

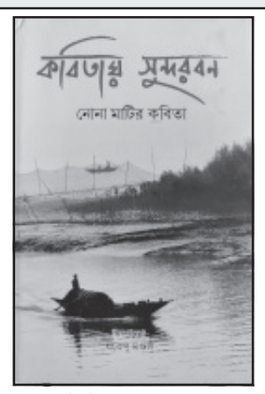

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

সুন্দরবন মানেই, নোনা জল, নোনা মাটি আর নোনা হাওয়ার দেশ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব-দ্বীপ অঞ্চল সুন্দরবন নিয়ে মানুষের কৌতুহলের কোনও শেষ নেই। বরেন্দু মণ্ডলের সম্পাদনায় 'কবিতায় সুন্দরবন-নোনা মাটির কবিতা' গ্রন্থে লেখক একদিকে যেরূপ সুন্দরবনের নাড়ি-নক্ষত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে, ঠিক সেরূপ এই বইয়ের মাধ্যমে সুন্দরবনের নোনাভূমি, জঙ্গল কেটে বসত গড়ে তোলার প্রায় মহাকাব্যিক ইতিহাস, কৃষক আন্দোলন, জন-জীবন, নোনামাটির মানুষদের দুর্মর জীবন-সংগ্রাম, নদী-খাঁড়ি, জোয়ার-ভাটা, বাউলে-মৌলে, মন্ত্র-তন্ত্র, কিংবদন্তি, লৌকিক আচার-আচরণ সর্বোপরি সুন্দরবনের প্রকৃতির অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন।

'কবিতায় সুন্দরবন : একটি পাঠ প্রস্তাবনা' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'কবিতা কবিতাই, সুন্দরবনের স্খলিত ব-দ্বীপভূমির মতো কবিতার স্খলিত পৃথক কোনো নন্দনতত্ত্ব থাকতে পারে না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি কবিতার কালিক-স্থানিক মাত্রা থাকে, থাকতেই হয়। পৃথিবীর সব দেশে, সব কালের সব ভাষার কবিতার ক্ষেত্রে একথা সমানভাবে সত্য। কবিতার কালিক ও স্থানিক সত্যের সমগ্রতা নিয়েই আসলে হাজার বছরের বাংলা কবিতার ঐতিহ্য-পরম্পরা নির্মিত হয়েছে।

সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য অসাধারণ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বিধাতার কোনো কার্পণ্য নেই, তুবও জীবন এখানে অনিশ্চিত। প্রকৃতির সিগ্ধ রূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তারই রুদ্র রূপ। ভাটির দেশে নদী-মেখলার মানচিত্র জুড়ে বিপন্নতা আছে, জলে কুমির ডাঙায় বাঘের নিয়তি আছে, জীবনজোড়া খিদে আছে, প্রকৃতির মার আছে--- জীবনের সেই সব সমগ্রতা নিয়ে ভাটির দেশের নদী-

খাঁড়ির ঢেউ যখন আছড়ে পড়ে কবিতায়, তখন নির্মিত হয় কবিতার কালিক ও স্থানিক মাত্রা--- সেইসব কবিতাকে আমরা "নোনা মাটির কবিতা" বলতে চেয়েছি বলে লেখক আত্মপ্রকাশ করেছেন।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভ্রমণ সুন্দরবন' কবিতায় কবি লিখেছেন, 'দগ্ধকাঠের প্রহেলিকা কিছু তীরভূমি থেকে সরে যায় জলে : মাঝি বলে--- ওই, দেখিছেন বাবু! রোদ্দুরে ছিল '----

অন্যদিকে, হাদিউল ইসলাম 'সুন্দরবন' কবিতায় লিখেছেন' সবকিছু খাবে, শুধু আদর খাবে না এমন স্বপ্নখেলাপি, বেরসিক, কুজ্ঝটিকা তুমি অথচ এলে সুন্দরবনে ! ইচ্ছে করে --- কুমিরের মুখে, বাঘের খপ্পরে ছুঁড়ে দিই মাংসপিণ্ডদেহ।

এছাড়াও বইটিতে জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আবুল হাসান, ওয়াজেদ আলি, ফারুক মাহমুদ, বিমল গুহ, নিরঞ্জন মণ্ডল, হাসান হাফিজ, মুহাম্মদ সামাদ, তপন কর, গোলাম রসুল, হিমবন্ত বন্দোপাধ্যায়, মিতা সিংহ, মজিদ মাহমুদ, নাগসেন, বীরেন মুখার্জী, শান্তা চক্রবর্তী, মামুন মুস্তাফা, চিন্ময় মিস্ত্রি, অলোক সরকার প্রভৃতি লেখককূল নিজেদের লেখনীর দ্বারা বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। দুই বাংলার এক'শ ত্রিশ জন কবির দুই শতাধিক কবিতা নিয়ে গড়ে ওঠা 'কবিতায় সুন্দরবন' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থটির প্রতিটি বর্ণ-শব্দ-অক্ষর কিংবা দাড়ি-কমা-সেমিকোলনের গায়ে লেগে আছে সুন্দরবনের নোনা মাটি, নোনা জল, নোনা হাওয়ার স্পর্শ।

প্রকাশনী- মাটির পুতুল
মূল্য -৫০০ টাকা

ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে কোন কোন নিয়ম মানতে হবে ?

ডায়াবিটিস রোগের চিকিৎসায় ইনসুলিন আবশ্যকীয় ওষুধ। যাঁদের ডায়াবিটিস ধরা পড়েছে, তাঁদের অবশ্যই ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হবে। তবে ইনসুলিনের ব্যবহার সঠিক ভাবে করতে হবে। ইঞ্জেকশন কী ভাবে নেবেন, কোথায় সংরক্ষণ করে রাখবেন, তা জেনে রাখা জরুরি।

ইনসুলিন ত্বকের নীচেই নেওয়া হয়। ইনসুলিন ভায়াল বা শিশি থেকে সিরিঞ্জের মাধ্যমে এবং ইনসুলিন পেন বা কলমের মতো একটি যন্ত্রের মাধ্যমে ইনসুলিন নেওয়া হয়।

যদি ঠিকমতো ইনসুলিনের ডোজ শরীরে না ঢোকে, তা হলে কিন্তু রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে আসবে না। তাই যাঁরা প্রথম বার ইনসুলিন নেবেন, তাঁরা জেনে নিন কিছু নিয়ম। ১) ইনসুলিন কেনার আগে দেখে নিন সেটির উৎপাদনের সময় ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময়। মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া বা রং বদলে যাওয়া ইনসুলিন কিনবেন না। ২) অব্যবহৃত ইনসুলিন কলম, কার্টজি বা শিশি ফ্রিজে রাখুন। ডিপ ফ্রিজে নয়। ফ্রিজ যদি না থাকে, তা হলে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে রাবার ব্যান্ড দিয়ে মুখ বেঁধে মাটির কলসিতে রাখুন। ৩) খুব বেশি রোদ বা ঠান্ডায় ইনসুলিন রাখবেন না। মনে রাখতে হবে তাপমাত্রা যেন ৪ ডিগ্রির কম ও ৪০ ডিগ্রির বেশি না হয়। ব্যবহার শুরু করার পর ইনসুলিন পেন সুচ লাগানো অবস্থায় কখনওই ফ্রিজে রাখবেন না। ব্যবহার করার আগে, ফ্রিজ থেকে বার করে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখুন। তার পর ব্যবহার করুন। ৪) পেটের চামড়ার নীচে ইনসুলিন নিলে সবচেয়ে ভাল। তা হলে চর্বির স্তর ভেদ করে ওষুধ ঢুকবে শরীরে। নাভির দু'পাশে ২ ইঞ্চি, উপরে ও নীচে ১ ইঞ্চির মতো জায়গা বাদ দিয়ে পেটের যে কোনও জায়গায় ইঞ্জেকশন নিতে পারেন। তা ছাড়া দুই উরুর সামনের অংশেও ইনসুলিন নেওয়া যায়। ৫) একই জায়গায় বার বার ইনসুলিন নেবেন না। আগে যেখানে নিয়েছিলেন, তার থেকে অন্তত ১ সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখুন। যদি ইনসুলিন নেওয়া জায়গায় জ্বালা হয় বা ফুলে লাল হয়ে যায়, তা হলে সেখানে আর সুচ ফোটাবেন না। ৬) ইনসুলিন নিন বা ওষুধ খান, খেতে হবে লো-ক্যালোরির সুষম ও ফাইবারযুক্ত খাবার। ইনসুলিন নিলে দু'-এক কেজি ওজন বাড়ে। শুয়ে বসে থাকলে তা আরও বেড়ে যায়। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা বা হাঁটাহাঁটি করতে হবে। ৭) পেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত ইউনিট ইনসুলিন নেবেন, সেই পরিমাণ ডায়াল ঘুরিয়ে নিন। ইঞ্জেকশন নেওয়া হয়ে গেলে সিরিঞ্জ বা পেনের সুচ সঙ্গে সঙ্গে বার করে ফেলবেন না। সুচ ভিতরে রেখে ১০ সেকেন্ড অপেক্ষা করুন। তার পর বার করুন। ৮) দিনে ও রাতে খাবার খাওয়ার আগে নিতে হয় ইনসুলিন। কী ডোজে নেবেন ও কত ক্ষণ আগে তা চিকিৎসকই বলে দেবেন। ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগে ত্বকের জায়গাটি আগে পরিষ্কার করে নিন। ত্বকে কোনও রকম সংক্রমণ হলে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নেবেন কি না তা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। ৯) ব্যবহৃত সুচ যত্রতত্র না ফেলে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন এবং তা নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন।

চিয়া বীজের গুণেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ওজন ঝরাতে চিয়া বীজের জুড়ি মেলা ভার। বলি নায়িকা থেকে সাধারণ মানুষ ছিপছিপে হতে ভরসা রাখেন এই বীজের উপর। তবে চিয়া যে শুধু শরীরের খেয়াল রাখে, তা নয়। ত্বকের যত্নেও সমান উপকারী ওট। ত্বকের জেল্লা আনতে চিয়ার মতো উপকারী জিনিস খুব কমই রয়েছে। ব্রণর সমস্যা থেকে ব্ল্যাকহেডস চিয়ার গুণেই দূর হবে ত্বকের নানা সমস্যা।

তবে চিয়া ত্বকের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার করবেন, তা অনেকেই বুঝতে পারেন না। চিয়া দিয়ে কিন্তু ভাল ফেস মাস্ক তৈরি করা যায়। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে সেগুলি কার্যকরী। মধু আর অলিভ অয়েলের ফেসপ্যাক

চিয়া বীজ জলে ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এর পর তা জল থেকে তুলে ছেঁকে নিয়ে ওর সঙ্গে মধু আর অলিভ অয়েল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার তা মুখে লাগিয়ে মালিশ করুন। শুকনো হলে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। তবে এর পর কিন্তু মুখে এক টুকরো বরফ ঘষে নিতে ভুলবেন না। এতে ত্বকের দাগছোপ দূর হবে, বাড়বে জেল্লাও। চিয়া, লেবু আর নারকেল তেলের প্যাক দু'চামচ চিয়া বীজ, আধ কাপ নারকেল তেল আর এক চামচ লেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। ২০ মিনিট রাখুন। চিয়া বীজ ফুলে উঠলে তা ভাল করে মুখে, ঘাড়ে লাগান। এর পর ১৫ মিনিট রেখে শুকনো করুন। শুকনো হয়ে গেলে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। নিয়মিত এই প্যাক ব্যবহার করতে পারলে মরা কোষ দূর হবে। চামড়া হবে টান টান। চিয়া ওট আর টক দইয়ের ফেসপ্যাক ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দতা ধরে রাখতে খুব ভাল কাজ করে এই প্যাক। চিয়া বীজ আগে জলে ভিজিয়ে রাখুন। এর পর তা জল থেকে তুলে নিয়ে তার সঙ্গে টক দই, ওট আর মধু ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার তা মুখে লাগিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে নিন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই প্যাক ব্যবহার করতে পারলে খুব ভাল।

কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে সহবত মেনে চলাই রীতি

বাড়িতে অতিথিদের আপ্যায়ণ করার দায়িত্ব যেমন কম নয়, তেমনি আপনি যখন কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছেন, তখন সেখানেও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে যায়। অন্যের বাড়িতে গিয়েও সহবত মেনে চলাই রীতি। আপনার আচরণ যেন শিষ্টাচারের মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়। এমন কথা বলবেন না বা এমন ব্যবহার করবেন না যাতে যাঁর বাড়িতে গিয়েছেন তাঁরা অস্বস্তিতে পড়ে যান।

খাবার টেবিলেও তেমনই সহবত মেনে চলতে হবে। কোন কোন বিষয়ে মাথায় রাখলে ও মেনে চললে সকলেই আপনার প্রশংসা করবে তা জেনে নিন।

দেরি করে পৌঁছবেন না

সবসময়ে সময় ধরে চলার চেষ্টা করা ভাল। যাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন, তিনি যত ঘনিষ্ঠই হন না কেন, কখনওই দেরি করে পৌঁছবেন না। কেবলমাত্র খাবার সময়ে গিয়ে হাজির হলেন, এমন আচরণ সঠিক নয়। বাকি অতিথিরাও বিরক্ত হতে পারেন।

উপহার অবশ্যই নেবেন

নিমন্ত্রণ ছোট হোক বা বড়, উপহার নিতে ভুলবেন না। হয়তো রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন, তা হলে আগে থেকেই উপহার কিনে রাখুন। সে উপহার যে খুব দামিই হতে হবে তা নয়। সুন্দর ফুল বা বই নিয়ে যেতে পারেন। খাবার জিনিস নিয়ে যেতে পারেন। গিফটবক্সে সুন্দর করে চকোলেট সাজিয়ে নিয়ে যান, দেখবেন সকলের মন ভাল হয়ে গিয়েছে। হাতে সময় কম থাকলে, কেক অর্ডার দিন। উপলক্ষ্যের দরকার নেই। খাওয়াদাওয়া শুরুর আগে কেক কেটে উদ্যাপন করুন। বাড়িতে ছোটরা থাকলে তারাও খুব খুশি হবে।

প্রশংসা করতে ভুলবেন না

রান্না যেমনই হোক না কেন প্রশংসা করতে ভুলবেন না। হতেই পারে যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি খুব বেশি পদ প্রস্তুত করতে পারেননি। আরও অনেক অসুবিধাও থাকতে পারে। কিন্তু আপনি তা আচরণে প্রকাশ করবেন না। বরং ধন্যবাদ জানান, এতে আপনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরও বাড়বে।

লোভ বশে রাখুন

কথাবার্তা বলার সময়ে বার বার খাবার টেবিলের দিকে তাকাবেন না। আপনাকে খেতে ডাকার পরেই যাবেন। বাকিদের বসার সুযোগ দিন আগে। আপনি শেষে বসুন। আর প্রথমেই একগাদা খাবার থালায় সাজিয়ে নেবেন না। অল্প অল্প করে নিন। তা হলে আরও কয়েকবার আপনি আপনার পছন্দের পদটি নিতে পারবেন, দৃষ্টিকটূ লাগবে না। তা ছাড়া খেতে না পারলে খাবার নষ্টও হবে না। যাঁর বাড়িতে গিয়েছেন, তাঁকেও খেতে বলুন।

মোবাইল ঘাঁটবেন না

কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়ে মোবাইল বা ট্যাব নিয়ে বসে থাকবেন না। খাওয়ার টেবিলেও মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। অনেকেই খেতে বসে একটানা মোবাইলের দিকে চোখ রাখেন। এই অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নয়। অন্যের বিরক্তির কারণও হতে পারে।

সাহায্য করুন

খাবার পরিবেশন করার সময়ে সাহায্য করুন। কেবল নিজে খেয়ে উঠে যাবেন না। টেবিল পরিষ্করের সময়ে আপনিও সাহায্য করুন। নিজের প্লেট ফেলে রেখে যাবেন না। কোথায় রাখতে হবে তা জেনে নিন। খাবার টেবিলে ধূমপান নয় অনেকে খাবার শেষে ধূমপান করেন। খাবার টেবিলে তা একদম করবেন না অথবা যে ঘরে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়েছে, সেখানে একেবারেই নয়। আপনার প্রয়োজন হলে বাইরে বেরিয়ে যান। বাড়িতে বয়স্ক বা শিশুরা থাকলে তাদের সমস্যা হতে পারে।

টোটকায় ছাড়ানো হয়ে যাবে রসুনের খোসা

মটন বিরিয়ানি হোক কিংবা কষা মাংস, আমিষ রান্নায় ভাল মাত্রায় রসুনের ব্যবহার না করলে স্বাদ বাড়ে না। রান্না করতে ভালবাসলেও রসুন ছাড়াতে বড্ড অনীহা অনেকের। তার মধ্যে অনেকের জন্য রান্না করতে হলে রসুনের ব্যবহার অনেকটাই করতে হয়। অনেকেই সেই ঝক্কি এড়াতে বাজার থেকে প্যাকেটবন্দি রসুনের পেস্ট কিনে আনেন। তবে বাজারের কেনা পেস্ট দিয়ে রান্না করলে তেমন স্বাদ আসে কই? ঝক্কি ছাড়াই অল্প সময়ে রসুন ছাড়িয়ে ফেলা যায়, জানতে হবে সঠিক কায়দা। জেনে নিন, কোন ৩ কৌশল মেনে চললেই দু'মিনিটেই রসুনের খোসা ছাড়ানো সম্ভব। ১) আস্ত রসুন নিয়ে মাইক্রোওয়েভে ৩০ সেকেন্ডের জন্য গরম করে নিন। তার পর রসুনটি বার করে হাতের মাঝে আলতো করে চাপ দিয়ে ঘষে নিন। এতে রসুনের কোয়া একটির থেকে আর একটি আলগা হয়ে আসবে। অতিরিক্ত খোসা ছাড়িয়ে নিন। এ বার এক একটি রসুনের কোয়া হতে নিয়ে ছাড়িয়ে নিন অবশিষ্ট খোসাও। ২) বড় মাপের রসুন হলে কোয়াগুলি ছাড়িয়ে নিন। এ বার একটি প্লাস্টিকের কৌটোয় ভরে ঢাকা বন্ধ করে নিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ ঝাঁকিয়ে নিন। কিছু ক্ষণ পরেই দেখবেন যে কোয়া থেকে খোসাগুলি বেরিয়ে আসছে। জেনে নিন, কোন ৩ কৌশল মেনে চললেই দু'মিনিটেই রসুনের খোসা ছাড়ানো সম্ভব। ৩) একটি রসুনের কোয়া নিয়ে তার উপর অনুভূমিক ভাবে একটি ছুরি রাখুন। এখন শুধু হাতের তালু ব্যবহার করে ছুরির উপর চাপ দিন। রসুন চ্যাপ্টা হয়ে গেলে, কোয়া থেকে খোসা আলাদা হয়ে যাবে সহজেই।

নতুন হাওয়া
অভিজিৎ রায় চৌধুরী

স্বার্থ, অর্থ, ফাঁকী, মেকী।
নব্য চেহারার ঘড়ি বাঁধি।
দেবদেবীরা গেছে ছেঁড়ে।
রাগে, বাসন আঁছাড় মারে।
রঙ মহলে ক্লীব রান্না
অর্ঘ্য, পুজোর বিষাদে ভরা।
নারী আসক্ত পুরুষ স্বাদে মত্ত।
এই তো যুগের হয়েছে বর্ত্য।
পুরুষ নম্র, চঞ্চলা নারী।
সরম, লজ্জা, ক্ষসেছে শাড়ি।
কারো নেই ভয়, করে ঝগড়া।
নব্য যুগের এরাই সেরা।
পার্টি, জলসায়, মত্ত তারা
নব্য শিহরিতের নজর কাড়া।
মুখে 'স্তর', অন্তরে 'নিম'।
পুরুষ নম্র, খায় হিমসিম।
শুধুই অর্থ, শুধুই স্বার্থ
ফাঁকী, মেকীর মজে ভক্ত।
এরাই বিশ্বে করছে রাজ।
দেবদেবীদের, মাথায় 'ভাজ'।
চন্দন, আতর ধূপ ধূনা
এরাই এখন 'তীলক' তোলা।
কপট, ছল, আর হয়রানি, সব।
অর্থ স্বার্থ, ফাঁকী মেকীর, স্তব।
দমকা হাওয়ার 'কাল'
করো বিদায়।
'বৈঠা' হাতে পাল ধরে,
নতুন হাওয়ার
করো আদায়।
এবার দমকা হাওয়ায়'পাল' ধর।
নব্য 'ঘড়ি' হস্তে পর।

বেড়াতে যাওয়ার আগে কোন কোন বিষয়ে আগাম সতর্কতা প্রয়োজন ?

বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ মতোহারা হয়ে উঠতে পারে বাইরে গিয়ে পেটখারাপ হলে। আচমকা পেটব্যথা, ডায়েরিয়া হলে বেড়ানো তো মাটি হয়ে যায়ই, পাশাপাশি, অচেনা-অজানা জায়গায় সমস্যার শেষ থাকে না। পরিস্থিতি তেমন হলে, হাসপাতালে ভর্তি করাই হয় শেষ উপায়। এমন বিপদ এড়াতে শুরু থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। দরকার, কিছু ওষুধ সঙ্গে রাখা। এমন সমস্যা এড়াতে কী কী করবেন? হাত ধোয়া- বাইরে গেলে হাত ধোয়ার কথা মাথায় থাকে না। সমস্ত জায়গায় হাত ধোয়ার জলও হয়তো থাকে না। এ দিকে টুকিটাকি মুখ চলতেই থাকে। হাত না ধুয়ে খাওয়ার প্রবণতা যে কোনও সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। অপরিষ্কার হাতে খাওয়া পেটের সমস্যার অন্যতম কারণ। তাই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার জায়গা না থাকলে সঙ্গে হ্যান্ড স্যানটাইজার রাখতে পারেন। স্যানিটাইজার ব্যবহারের পর পরিষ্কার জল দিয়ে হাত ধুয়ে নিলে ভাল হয়। জল থেকে সাবধান- বিদেশ বিভুঁইয়ে আচমকা পেটখারাপের অন্যতম কারণ হতে পারে অপরিশ্রুত পানীয় জল। বিশেষত পাহাড়ি জায়গায় জল থেকে পেটের সমস্যা হয়। যে কোনও জায়গায় গেলেই কী জল পান করছেন, সেটি পরিশ্রুত পানীয় জল কি না, দেখে নেওয়া প্রয়োজন। এ রকম ক্ষেত্রে পরিশ্রুত বোতলবন্দি পানীয় জল কিনে খাওয়াই ভাল। শুধু খাওয়াই নয়, অপরিশ্রুত জল মুখে গেলেই পেটখারাপ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মুখ ধোয়া বা কুলকুচি পানীয় জলেই করাই ভাল। স্যালাড- অনেকেই স্বাস্থ্য সচেতন হন। বিভিন্ন রকম স্যালাড পছন্দ করেন। কিন্তু বেড়াতে গিয়ে কাঁচা সব্জি খাওয়ার সময় সতর্ক হওয়া দরকার। কাঁচা সব্জি ভাল করে ধোয়া না হলে, তা থেকে পেটখারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাইরে গিয়ে প্রয়োজনে এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল। অচেনা খাবার- যে কোনও জায়গায় বেড়াতে গিয়ে স্থানীয় খাবার লোকে চেখে দেখেন। রাস্তার ধার থেকে খাবার কেনার সময়, তার গুণগত মান সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। একেবারে অচেনা খাবার চেখে দেখার ইচ্ছা হলে, বিশেষত তা যদি সামুদ্রিক কোনও মাছ বা প্রাণী হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম বার বেশি না খাওয়াই ভাল। অনেক খাবারেই শরীরে অ্যালার্জি হতে পারে। কোন খাবারে তা হবে, আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। অ্যালার্জি কখনও কখনও প্রাণঘাতীও হতে পারে। ওষুধ-গ্যাস, অম্বল, পেটব্যথা, ডায়েরিয়া, পেটের সংক্রমণ হলে খাওয়ার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যালার্জির ওষুধ বেড়াতে যাবার আগেই চিকিৎসকের কাছ থেকে লিখিয়ে নিন। সমস্ত ওষুধ গুছিয়ে নেওয়া জরুরি। অনেকেই মনে করেন, কিছু হবে না। হলে ওষুধ কিনে নেওয়া যাবে। এই মানসিকতা বিপদ ডেকে আনতে পারে। মাঝরাতে শরীর খারাপ হলে কোথায় ওষুধ খুঁজবেন? হাতের কাছে দোকান থাকলেও নির্ধারিত ওষুধটি যে পাওয়া যাবে, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? এ ছাড়াও, সঙ্গে ওআরএস রাখা দরকার।

শনিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন দল থেকে কংগ্রেসের পতাকা তলে যোগদান করেন।

মেডিক্যাল কলেজ কেলেঙ্কারি: নেতানেত্রী ও আমলাদের ছত্রছায়ায় নির্ভয়ে বেড়ে উঠেছিলেন রাওতপুরা সরকার, সিবিআই নজরে লেনদেন

ভোপাল, ৫ জুলাই : দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ স্বীকৃতি কেলেঙ্কারি। ওই কেলেঙ্কারির কেন্দ্রে রয়েছেন স্বঘোষিত ধর্মগুরু রবি শঙ্কর মহারাজ ওরফে 'রাওতপুরা সরকার'। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর এজাহারে (এফআইআর) নাম ওঠার পর বহু বছর ধরে রাজনীতিক ও আমলাদের প্রভাবশালী অনুসারীদের ছত্রছায়ায় তার উত্থানের পর্দা ফাঁস হয়েছে।

সিবিআই-এর এজাহারে বলা হয়েছে, রাওতপুরা সরকারের নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানসহ অন্তত ৪০টি মানহীন মেডিক্যাল কলেজকে ঘুষ, ভুয়া নথি ও কারসাজি করে পরিদর্শনের মাধ্যমে স্বীকৃতি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এজাহারে ৩৪ জনের নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি), বিভিন্ন বেসরকারি কলেজের প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারীরা।

সম্প্রতি, ছত্তিশগড়ের নব রায়পুরের শ্রী রাওতপুরা সরকার মেডিক্যাল কলেজের পক্ষে অনুকূল রিপোর্ট তৈরি করতে তিন চিকিৎসকসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ৫৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে বিতরণ হয়েছিল বলে এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।

১৯৬৮ সালের ৫ জুলাই মধ্যপ্রদেশের টিকমগড় জেলার চিপরি গ্রামে জন্ম রবি শঙ্করের। আশৈশব আধ্যাত্মিক ঝোঁক থাকলেও, নব্বইয়ের দশকে ভিন্ধ জেলার রাওতপুরা গ্রামে নিজের কেন্দ্র গড়ে তোলার পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান। পরে 'শ্রী রাওতপুরা সরকার লোক কল্যাণ ট্রাস্ট' গড়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণে বিস্তার করেন। ২০১৮ সালে ছত্তিশগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী রাওতপুরা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়। রাজনীতিক, আমলা, শিক্ষাবিদ, সব মহলে তার প্রভাব বিস্তার ছিল স্পষ্ট। বিভিন্ন সময়ে সরকারি সংস্থার পক্ষপাত, জমি দখল, কলেজ ছাত্রদের অধিকারের লঙ্ঘন, নারী আশ্রমবাসীদের হয়রানির অভিযোগ উঠলেও, তার ট্রাস্টের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি।

২০২৩ সালে এক নারী অভিযোগ করেন, আশ্রমে 'সেবা'র নাম করে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করানো ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। পুলিশ মামলা না নিলেও, মানবাধিকার কমিশন তদন্ত শুরু করেছিল।

সিবিআই-র তদন্তে উঠে এসেছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও এনএমসি-র কিছু কর্মকর্তা ও মধ্যস্থতাকারীরা গোপন ফাইল ফাঁস করে, ভুয়া শিক্ষক, নকল উপস্থিতি ও জাল ডিগ্রির মাধ্যমে কলেজগুলোকে স্বীকৃতি পাইয়ে দিয়েছেন। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি বিভিন্ন রাজ্যে ৪০টিরও বেশি কলেজ এই চক্রের আওতায় এসেছে।

ওই কেলেংকারিতে মূল অভিযুক্তরা হলেন, রবি শঙ্কর মহারাজ ওরফে রাওতপুরা সরকার, ডি.পি. সিং(প্রাক্তন ইউজিসি চেয়ারম্যান), ময়ূর রাওয়াল(গীতাঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং সুরেশ সিং ভাদোরিয়া(ইনডেক্স মেডিক্যাল কলেজ, ইন্দোর)। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ধর্মগুরুর উত্থান ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ে দেশজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তে আরও চমকপ্রদ তথ্য সামনে আসার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

রাওয়াতপুরা সরকার কীভাবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তার পেছনে ছিল দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ও প্রভাব বিস্তারের এক সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া। রাওয়াতপুরা সরকার প্রথম থেকেই ধর্মীয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার আশ্রম ও ট্রাস্টের মাধ্যমে তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের আমন্ত্রণ জানাতেন, যেখানে রাজনীতিক ও আমলারা নিয়মিত উপস্থিত হতেন। এতে তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণের নামে ট্রাস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন, বার্ষিক অনুষ্ঠান ও সাফল্য উদযাপনে রাজনীতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হতো। এতে রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।

তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন উচ্চপদস্থ আমলা, রাজনীতিক, এমনকি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের নীতিনির্ধারকরা। তাদের সন্তানের ভর্তি, চাকরি বা অন্য সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে তিনি তাদের কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য অর্জন করেন।

প্রভাবশালী অনুসারীদের মাধ্যমে তিনি সরকারি অনুমোদন, জমি বরাদ্দ, অনুদান ও অন্যান্য প্রশাসনিক সুবিধা সহজেই পেতেন। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি সংস্থার পক্ষপাত, নীতিমালা লঙ্ঘন ও দুর্নীতিতে জড়িত কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, যা তাকে দীর্ঘদিন ধরে নির্বিঘ্নে কার্যক্রম চালাতে সাহায্য করেছে।

বড় বড় ধর্মীয় সমাবেশ, সামাজিক কার্যক্রম ও মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন, যা রাজনীতিকদের কাছে তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। রাজনীতিকরা তার জনপ্রিয়তাকে ভোটব্যাংক হিসেবে দেখতেন, ফলে পারস্পরিক স্বার্থে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। এইভাবে, ধর্ম, শিক্ষা, জনকল্যাণ ও ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার সমন্বয়ে রাওয়াটপুরা সরকার রাজনীতিক ও প্রশাসনিক নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

দেশজুড়ে মেডিক্যাল কলেজকে অনুমোদন দিতে বিপুল ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূতভাবে ইন্সপেকশন প্রক্রিয়া পাশ করানোর ভয়াবহ চক্র সামনে এনেছে সিবিআই। শনিবার এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, এই দুর্নীতিতে মোট ছয়টি বড় ঘুষ লেনদেনকে কেন্দ্র করে তদন্তে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সিবিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, এই দুর্নীতিতে বিভিন্ন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আধিকারিক ও মিডলম্যানরা একযোগে কাজ করছিলেন। এই চক্রে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে তিনজন চিকিৎসক রয়েছেন।

সিবিআই জানিয়েছে, মূল ছয়টি ঘুষের লেনদেনের মধ্যে রয়েছে ছত্তিশগড় স্থিত শ্রী রাওতপুরা সরকার মেডিক্যাল কলেজ অনুকূল রিপোর্ট পাওয়ার জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা ঘুষ ইন্সপেকশন টিমকে দেওয়া হয়েছে। এই লেনদেনের নেপথ্যে রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের ডিরেক্টর অতুল তিওয়ারি এবং এনএমসি ইন্সপেক্টরদের কাছে ঘুষ পৌঁছে দেওয়া হয় হাওয়ালা রুটে। বিশাখাপত্তনম স্থিত গায়ত্রী মেডিক্যাল কলেজ এনএমসি সদস্য ড. হরিপ্রসাদকে ৫০ লক্ষ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছে। এই ঘুষ একটি ঝুলে থাকা অনুমোদন সমস্যার সমাধানের বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়ারাঙ্গল স্থিত ফাদার কলম্বো ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস ২০ লক্ষ টাকা ও ৪৬ লক্ষ টাকা দুটি লেনদেন ড. হরিপ্রসাদের মাধ্যমে ইন্সপেকশন রিপোর্টকে প্রভাবিত করার জন্য দিয়েছে।

এদিকে, ইন্ডেক্স মেডিক্যাল কলেজ, ইন্দোর (মালওয়াঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়) তথ্য লিক, ভুয়া শিক্ষক দেখানো, ক্লোন বায়োমেট্রিক এইসব কৌশল ব্যবহার করে অনুমোদন পেয়েছে। তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রকের একাধিক অফিসারকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়া, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কর্মকর্তারা নথির ছবি তুলে ব্যক্তিগত ডিভাইসের মাধ্যমে মিডলম্যানদের দিতেন। সুনির্দিষ্ট টাকার অঙ্ক উল্লেখ না থাকলেও উল্লেখযোগ্য অর্থের বিনিময়ে এই কাজ হতো। মধ্যস্থতাকারী আর. রণদীপ নায়ার গোপন তথ্য ব্যবহার করে গুজরাট, মীরাট ও বিহারের কলেজগুলোকে ঘুষের বিনিময়ে আগাম তথ্য সরবরাহ করতেন।

বিহারে ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে এডিআর, ইসির পদক্ষেপ চ্যালেঞ্জে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেই অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) শনিবার সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দায়ের করেছে। ওই পিটিশনে তারা নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন (স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন-এসআইআর) প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এডিআর-এর দাবি, নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃত ও একপাক্ষিক। তাতে লাখ লাখ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে এবং এর ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ হতে পারে। নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এডিআর জানিয়েছে, নির্বাচনের এত কাছাকাছি সময়ে এমন বিস্তৃত সংশোধন কার্যক্রম গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। যতক্ষণ না একটি ন্যায্য ও নির্ভরযোগ্য যাচাই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয় আদালত যেন তাতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে এবং পুরো প্রক্রিয়া স্থগিত রাখে। গত ২৪ জুন এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। ওইদিন নির্বাচন কমিশন বিহারে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) নির্দেশ জারি করেছিল। ইসিআই-র নির্দেশ জারির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আরজেডি, কংগ্রেস, এআইএমআইএম, সিপিআই, সিপিএম সহ একাধিক বিরোধী দল এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির ইশারায় কাজ করছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিরোধী ভোটারদের বাদ দেওয়া হবে। বিরোধীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জানিয়েছে, সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ ও আরপি এক্ট, ১৯৫০ অনুযায়ী এবং জুন ২০২৪ ও ২০২৫ সালের নির্দেশ অনুসারে এসআইআর পরিচালিত হচ্ছে।

কর্পোরেটদের স্বার্থের

● প্রথম পাতার পর

সদস্য সুরেশ দাস, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, সিপিআইএম জেলা সম্পাদক রতন সাহা, অহিদুর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনেরই সবাইকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরেও কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সাজা ঘোষণার আগে

● প্রথম পাতার পর

বলে সবকিছু চূড়ান্ত ছিলো। শুক্রবার সমর শব্দকর সকাল সোয়া দশটায় আদালতে নিজে হাজিরা ফর্মও জমা দিয়েছিলো। কিন্তু, ৪ জুলাই শুক্রবার দুপুরে মামলার রায় ঘোষণার কিছুক্ষন পূর্বে অভিযুক্ত সমর শব্দকর আদালত থেকে পালিয়ে যায়। শুরু হয় সমর শব্দকরকে খোঁজাখুঁজি। কিন্তু সমরকে আদালত চত্বরে না পাওয়ায় বিচারক ৪ জুলাই আদালতে রায়দান স্থগিত রাখেন।

পরবর্তী সময়ে ফটিকরায় থানার পুলিশ চার জুলাই গভীর রাতে সমরকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পাঁচ জুলাই শনিবার আদালতে হাজির করার পর বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিং ৩৭৬এবি এবং পকসো আইনে সমর শব্দকরকে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন পনেরো হাজায় টাকা ফাইন করেন, অনাদায়ে তিন মাসের জেল দেন বিচারক।

প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার রাবার

● প্রথম পাতার পর

নতুন টেপারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা, উন্নতমানের রাবার সিট তৈরীতে কৌশল রপ্ত করতে রাবার বোর্ডের মাধ্যমে সোসাইটি ও রাবার চাষিদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং ত্রিপুরায় রাবার চাষকে সম্প্রসারণ করতে রাবার বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দায়িত্ব নেওয়া হোক।

মারাঠি, মহারাষ্ট্র ও মারাঠি মানুষ নিয়ে কোনও আপস নয়

হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া বরদাস্ত করা হবে না, হুশিয়ারি রাজ ঠাকরের, মারাঠি ও মহারাষ্ট্রের স্বার্থে আমরা একসাথে থাকব, ঘোষণা উদ্ধব ঠাকরের

মুম্বই, ৫ জুলাই : মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনএস) প্রধান রাজ ঠাকরে শনিবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, মারাঠি ভাষা, মহারাষ্ট্র ও মারাঠি মানুষ (মানুস) নিয়ে কোনও আপস করা হবে না এবং হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া বরদাস্ত করা হবে না। শিবসেনা (উদ্ধব বলঠাকরে গোষ্ঠী) প্রধান উদ্ধব ঠাকরেও শনিবার ঘোষণা করেছেন, মারাঠি ভাষা, মারাঠি মানুষ ও মহারাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষায় তিনি ও রাজ ঠাকরে একজোট হয়েছেন এবং এটি কেবল শুরু মাত্র। ভবিষ্যতেও এই ঐক্য বজায় থাকবে বলে জানিয়ে দেন তিনি। শিবসেনা (উদ্ধব বলঠাকরে গোষ্ঠী) ও এমএনএস-এর এক যৌথ সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন। সমাবেশটি মহায়ুতি সরকার রাজ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে হিন্দি ভাষা চালু করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করায় অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি বলেন, এই তিন-ভাষা নীতির প্রশ্নটাই অপ্রয়োজনীয় ছিল। কোথা থেকে হিন্দি এলো? কেন হিন্দি? কার জন্য হিন্দি? ছোট ছোট শিশুদের উপর এটি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মত নেওয়া হয়নি। কেবল ক্ষমতা থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মনে রাখবেন, আপনারা বিধানসভায় ক্ষমতায় আছেন, কিন্তু আমরা রাস্তায় আছি।

রাজ ঠাকরে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মহারাষ্ট্র কোনও ঝগড়া বা বিতর্কের চেয়ে বড়। আজ যারা হিন্দি চাপানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে, তারা কাল জাতপাতের ভিত্তিতে বিভাজনের চেষ্টা করবে। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি কটাক্ষ করে আরও বলেন, যা বালাসাহেব ঠাকরে বা অন্য অনেকেই পারেননি, তা আজ দেবেন্দ্র ফড়নবীস করে দেখিয়েছেন, আমাদের একত্রিত করেছেন।"সমাবেশে রাজ ঠাকরে বলেন, এই জমায়েতে কোনও দলীয় পতাকা নেই। একটাই পতাকা, তা হলো 'মারাঠি'। কেউ মারাঠির বিরোধিতা করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দাও, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সহিংসতা করো না, ভিডিও করো না। তিনি বলেন, টিভি চ্যানেলগুলো এখন শুধু শরীরী ভাষা খুঁজবে, কে কম হাসল, কে কার সঙ্গে কথা বলল। এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। মারাঠি আমাদের একমাত্র এজেন্ডা।"

রাজ ঠাকরে বিজেপি ও তাদের মিত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের ছেলেমেয়েরা তো ইংরেজি স্কুলে পড়ে, তারপরও মারাঠির জন্য লড়াইয়ের অভিনয় করো? তিনি মনে করিয়ে দেন, বালাসাহেব ঠাকরে ও আমার বাবা শ্রীকান্ত ঠাকরে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করলেও, তাদের মারাঠি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, এই তিন-ভাষা নীতি (মারাঠি, ইংরেজি ও হিন্দি) কেবল কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই এসেছে। কিন্তু হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে সবই তো ইংরেজিতে হয়। সেখানে হিন্দির জায়গা কোথায়? শুধু মহারাষ্ট্রেই কেন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? রাজ ঠাকরের এই কড়া বক্তব্য মারাঠি ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার ইস্যুতে রাজনীতির কেন্দ্রে আরও উত্তাপ তৈরি করেছে। মহারাষ্ট্রে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভাষা-ভিত্তিক রাজনীতি যে আরও জোরদার হবে, তা বলাই বাহুল্য।

এদিকে, শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে গোষ্ঠী) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে শনিবার ঘোষণা করেছেন যে, মারাঠি ভাষা, মারাঠি মানুষ ও মহারাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষায় তিনি ও রাজ ঠাকরে একজোট হয়েছেন এবং এটি কেবল শুরু মাত্র। ভবিষ্যতেও এই ঐক্য বজায় থাকবে বলে জানিয়ে দেন তিনি। মারাঠি ভাষার উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জয় উদযাপনে আয়োজিত একটি বিশাল যৌথ সমাবেশে উদ্ধব বলেন, আমাদের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, তা মিটিয়েছেন অনাজি পান্ত অর্থাৎ দেবেন্দ্র ফড়নবীস। এখন আর বিভাজনের সুযোগ নেই। আমরা একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে থাকব। তিনি সাফ জানান, মহারাষ্ট্রে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া কোনও অবস্থাতেই মেনে নেওয়া হবে না। এটা মারাঠির অপমান। আমরা তা প্রতিহত করব।"

উদ্ধব ঠাকরে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তারা শুধু "ব্যবহার করো, ফেলে দাও" নীতি অনুসরণ করে। তিনি বলেন, আমার পিতা বালাসাহেব ঠাকরে এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লড়েছেন। আজ আমরা তাঁর স্বপ্নপূরণে এক হয়েছি। এখন আমরাই বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেব। যদি বালাসাহেবের আশীর্বাদ তোমাদের মাথার উপর না থাকত, তাহলে আজ তোমরা কোথায় থাকতে? বিজেপির হিন্দুত্ব প্রশ্নে তোপ দেগে উদ্ধব বলেন, আমি হিন্দুত্ব ত্যাগ করিনি, বরং মারাঠি গৌরবের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। হিন্দুত্ব কোনও ভাষার একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। আমরা যারা খাঁটি মারাঠি ভাষায় কথা বলি, তারা তোমাদের চেয়েও বড় দেশপ্রেমিক হিন্দু। ফড়নবীসের "গুণ্ডামি বরদাস্ত করা হবে না" মন্তব্যের জবাবে উদ্ধব বলেন, যদি মহারাষ্ট্রে কেউ নিজের ভাষা মারাঠির পক্ষে কথা বলে, আর তাকে গুণ্ডা বলা হয়, তাহলে আমরাই গুণ্ডা।

প্রশাসনিক ব্যর্থতা

● প্রথম পাতার পর

যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, সেখানেও একই ধরনের চাল-ডাল বণ্টনে অনিয়মের ঘটনা ঘটে, যা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার পরেই তাঁকে কদমতলায় বদলি করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে দপ্তরের স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী। তাঁরা দ্রুত মন্ত্রী টিংকু রায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন, যাতে দপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরায় সচল হয় এবং সাধারণ মানুষ সঠিক পরিষেবা পেতে পারেন।

ইসরোর বিভিন্ন সেন্টার পরিদর্শনে

● প্রথম পাতার পরট

পেয়েছে। দু'দিনব্যাপী এই সফরে প্রথম দিন তারা ইসরো টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং এন্ড কমান্ড নেটওয়ার্ক পরিদর্শন করেছে। দ্বিতীয় দিন সফল চন্দ্রায়ন ৩ মিশন-এর বিশেষ ফুটেজ সহ তাদের ইউ আর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার সেটেলাইট মডেল, সেটেলাইট টেকনোলজি প্রভৃতি দেখারও সুযোগ হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা তাদের মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে এবং আগ্রহ জাগিয়েছে। এভাবে এই প্রকল্পে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোট আটটি রাজ্য থেকে ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই সুযোগ পাবে বলে এন ই সি সচিবালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তাছাড়া, ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য এবছর জুন মাসে মোট ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা প্রদান করেছে এন ই সি। তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরার গান্ধীগ্রামে গার্লস হোস্টেল নির্মাণ এবং মুন বনকুলে ধম্ম দীপা স্কুলে হোস্টেল নির্মান।

সিপিএম নাস্তিক, তাদের

● প্রথম পাতার পর

ইসকনকেও লক্ষ্য করা হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, মহারাজ প্রদ্যুৎ এবং আমি ত্রিপুরায় থাকতে, এই বামপন্থীরা আর কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না।

বিপ্লব দেব জানান, তিনি নিজ দলের কর্মীদের সৎ ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জনগণ যদি কিছু পেতে চায়, তবে তা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই সম্ভব। রাজ্যের মানুষ মোদিকে বিশ্বাস করে এবং ভবিষ্যতেও সেই ভরসা অটুট থাকবে।

রাজ্যে নিম্ন আয়ের

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্বারোপ করেন। সভায় পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ত্রিপুরা হাউজিং এবং কনস্ট্রাকশন বোর্ডের ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ সালের বাজেট নিয়ে আলোচনা করেন। বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এস কে রামপাল গত বোর্ড মিটিং-এ গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং এর বাস্তবায়ন নিয়ে বিভিন্ন তথ্য বিস্তারিতভাবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। সভায় এছাড়াও ত্রিপুরা হাউজিং এবং কনস্ট্রাকশন বোর্ডের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৌশলে চাপ তৈরির

● প্রথম পাতার পর

হয়ে গেলেও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানছে না রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে, ভিলেজ কমিটির নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। একাধিকবার এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্তির খাতায় কিছুই মিলছে না। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে সুর চড়িয়ে বলেন, তিপরা মথা বিজেপির শরিক হয়েও জনগণের জন্য কোনো কাজ করতে পারছে না। তাহলে শরিক দলে থাকার দরকার রয়েছে, তিপরা মথার এমনটা মনে হচ্ছে না। তাঁর দাবি, তিপরা মথার জনগণের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মন্ত্রীত্বের লোভে মথার কোনো নেতৃত্ব বিজেপির জোট বাঁধেনি। কিন্তু শরিক দলে থেকে কোনো ফায়দা হচ্ছে না। আগামী ২০ জুলাই দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর সমর্থন প্রত্যাহারের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষনা দেওয়া হবে, হুশিয়ারি দেন তিনি।

এদিকে, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও বিস্তর অভিযোগ জানিয়েছেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার শরিক দলের সাথে আলোচনা করেনি। শপথ গ্রহণের আগের দিন রাত সাড়ে ৯টায় সমস্ত শরিক দলগুলিকে এ-বিষয়ে জানানো হয়েছিল। তাঁর কথায়, তিপরা মথার দুইজন বিধায়ককে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একজনকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং অপরজনকে প্রতিমন্ত্রী দেওয়া হয়েছে। তাই আজ সকালেও এমডিসি তথা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সাথে এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রদ্যোতের সম্মতিতেই শীঘ্রই বিজেপি জোট সরকার থেকে সর্মথন প্রত্যাহার করা হবে।

এদিন তিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানছে না রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাই শীঘ্রই বিজেপি জোট সরকার থেকে সর্মথন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং আগামী ২০ জুলাই দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেওয়ার বিষয়ে কিছুই জানেন না প্রদ্যোত। এমনকি এবিষয়ে তাঁর সম্মতি রয়েছে রঞ্জিতের দাবি সত্বেও ফিরতি রথযাত্রার উৎসবে গিয়ে পুরো উল্টো কথাই বলেছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

তাঁর দাবি, রঞ্জিত সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, সে-বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। এমনকি, সেখানে কি বলেছেন তাও তিনি জানেন না। তবে, এবিষয়ে বিধায়কের সাথে আলোচনায় বসবেন তিনি। প্রদ্যোতের বক্তব্য, এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে তিপ্রাসারা হতাশায় ভুগছেন। চুক্তির ১৮ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করছে না কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। উপরন্তু, এডিসি এলাকায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা বসবাস শুরু করছেন। তিপ্রাসারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সাথে কথা হয়েছে, বলেন প্রদ্যোত।

তাঁর দাবি, চলতি মাসের সপ্তাহান্তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের দেখা করার জন্য সময় মিলেছে। ত্রিপক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে তাঁর সাথে কথা হবে। কারণ, তিপ্রাসারা ভীষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তবে, সমর্থন প্রত্যাহারের বিষয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেই ছিলেন প্রদ্যোত।

শনিবার আগরতলায় পবিত্র কর এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

চড়িলামে বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: রাতের আঁধারে চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত উত্তর ব্রজপুর এলাকায় বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল টিভি সহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে বিজেপি দলীয় কর্মীরা কার্যালয়ে প্রবেশ করতেই চুরির ঘটনা দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে বিশালগড় থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। এদিকে শাসকের ঘরে চুরির ঘটনা খবর ছড়িয়ে পড়তে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আরও জানা গেছে, প্রতিনিয়ত রাস্তার পাশে সোলার লাইটের ব্যাটারি সহ সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে চোরের দল। দলীয় কর্মীদের দাবি এই সমস্ত চুরির ঘটনার সাথে নেশায় আসক্ত যুবকরা জড়িত।

ইআরওদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৫ জুলাই : রাজ্যের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) নিয়ে আজ প্রজ্ঞাভবনে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং সহিংসা মুক্ত নির্বাচন করা। এই লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। রাজ্য থেকেও বিভিন্ন সময়ে ইআরও এবং বিএলওরা দিল্লিতে গিয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি রাজ্যের ৬০ জন বিএলও দিল্লিতে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরণের কর্মশালার উদ্দেশ্য হল নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ধরণের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে ইআরও, বিএলও সহ নির্বাচনের কাজের সাথে যুক্ত কর্মীদের ওয়াকিবহাল করা। ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী রাজ্য। বিগতদিনের মত আগামীদিনেও যাতে সহিংসা মুক্ত নির্বাচন করা যায় সেই প্রচেষ্টা নির্বাচন কমিশন চালিয়ে যাচ্ছে। কর্মশালায় নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম কানুন সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেওয়ার জন্য তিনি ইআরওদের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মশালায় এছাড়াও অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইউ জে মগ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে ইআরওরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : আগামী ৯ জুলাই খোয়াই জেলার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ৩৬ মাইল, ৪৩ মাইল, কল্যাণপুরের কুচপাড়ায়, তেলিয়ামুড়া দশমীঘাট ও চালিতাবাড়ি এবং খোয়াই মহকুমার দশমীঘাট, নবপাড়া, জামিরা, তুলাশিখর ব্লকের বাচাইবাড়ি এবং বেলফাঙ্গে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে।

৯ জুলাই সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে সকাল ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া চলবে। এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে আজ জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, তেলিয়ামুড়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. পদ্মরাম জমাতিয়া, স্বাস্থ্য, পূর্ত, শিক্ষা, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান, কৃষি ইত্যাদি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মনাইপাথর ভিলেজে মেগা প্রশাসনিক শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৫ জুলাই : ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ কাঁঠালিয়া আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত মনাইপাথর এ.ডি.সি. ভিলেজ স্থিত নবকুমার চৌধুরী পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে একটি মেগা প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশাসনিক শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য পদ্মলোচন ত্রিপুরা, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিঠু রাণী দাস এবং কাঁঠালিয়া ব্লক এডভাইজারী কমিটির চেয়ারম্যান তপন কুমার ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন কাঁঠালিয়া ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিৎ কুমার দাস।

শিবিরে সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৮০ টি পি.আর.টি.সি, ৫১ টি ইনকাম সার্টিফিকেট, ৫ টি ম্যারেজ সার্টিফিকেট, ১৪ টি রেশন কার্ড এবং ৬৪ টি এস.টি. সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়; এবং ২৫ টি এস.টি. সার্টিফিকেট আগের আবেদনপত্রের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় ৭০ জন রোগীকে প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয় ২৬ জন সুবিধাভোগীকে। কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে সুবিধাভোগীদের ৬ টি পাওয়ার উইডার, ১ টি পাওয়ার টিলার এবং ভেজিটেবল সীডলিং প্রদান করা হয় প্রায় ১৫০০ টি। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০ টি পরিবার''কে ৯০ টি গবাদি পশু, ৫২ টি শুকর, ৩০ টি ছাগল এবং ২২০ টি মোরগের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। মৎস দপ্তরের পক্ষ থেকে ৩ জন সুবিধাভোগীকে মাছের পোনা প্রদান করা হয়। গত বছরের আগস্ট মাসের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫ জন মৎস্য চাষিকে ২,৮৮০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা''র অধীনে ৬ জন মৎস্য চাষী''কে নানা সুবিধা প্রদান করা হয়। কাঁঠালিয়া ব্লক এ্যাডভাইজারী কমিটি''র পক্ষ থেকে মনাইপাথর এডিসি ভিলেজ, কালিখলা এডিসি ভিলেজ, থলিবাড়ী এডিসি ভিলেজ এবং জগগ্রামপুর এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত মোট ২২ টি বিদ্যালয়ে ২২ টি ফুটবল, ১টি ভলিবল, ১টি ভলিবল নেট, ১ সেট টেনিস ক্রিকেট কিট, ৫টি লুডো সেট, ২ টি দাবা খেলার সরঞ্জাম এবং ১০ টি যোগা মেট প্রদান করা হয়। কাঁঠালিয়া আর.ডি. ব্লকের স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন এ.ডি.সি. ভিলেজের মোট ৪ টি বাজার কমিটিকে সর্বোমোট ৪০ জোড়া আবর্জনা রাখার পাত্র প্রদান করা হয়। শিবিরে কাঁঠালিয়া আই.সি.ডি.এস. প্রজেক্টের পক্ষ থেকে ১০টি পোষণ কিট ১টি হুইল চেয়ার, ১টি এলো স্টিক, ১টি এলো হ্যান্ড-স্টিক, একটি ব্লাইন্ড স্টিক, ৫টি শ্রবণ যন্ত্র, ৪টি পরিশোধিত পানীয় জলের ফিল্টার বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সামাজিক ভাতার ফর্ম জমা নেওয়া হয় মোট ২২ টি এবং আই.জি.সি. ফর্ম জমা পড়ে ৪ টি। কাঁঠালিয়া ব্লকের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পক্ষ থেকে সর্বমোট ১৬.৫ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক লোন স্বনির্ভর দিদিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভি.ডি.ভি.কে-প্রকল্পের অধীনে মোট ২১১ জন স্বনির্ভর দিদি''কে পি. এম. এস. বি. ওয়াই এবং পি.এম.জে.জে. ওয়াই-এর মাধ্যমে বিমার আওতায় আনা হয়। ভি.ডি.ভি.কে-প্রকল্পের অধীনে মোট ১১১ জন স্বনির্ভর দিদিদের ব্যঙ্ক লোনের আবেদন পত্র জমা নেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে বন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণ চারাগাছ প্রদান করা হয়। মহকুমা প্রশাসনের ডি.সি.এম. পূর্বা সিনহা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কাঁঠালিয়া ব্লক কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্ত্রীকে আটক

● আটের পাতার পর

ঘাট ইন্দিরা কলোনিতে তল্লাশি চালিয়ে একজন ড্রাগস কারবারিকে আটক করেন খোয়াই থানার পুলিশ। এই ড্রাগস কারবারির বাড়ি থেকে ১১ গ্রাম ড্রাগস উদ্ধার করে এবং যার বাজার মূল্য দুই লক্ষ টাকা। আজকের এই তল্লাশি অভিযানে নেতৃত্ব দেন খোয়াই আউটপোস্টর ওসি রঞ্জিত সরকার এবং মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

প্রধানমন্ত্রীর ১১ বছরের ব্যর্থতা ও দুর্নীতি নিয়ে সরব কংগ্রেস বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : দেশের প্রধানমন্ত্রীর ১১ বছরের ব্যর্থতা ও দুর্নীতি নিয়ে এবার সরব হল বনমালীপুর ব্লক কংগ্রেস। দেশের সঙ্গে রাজ্যেও কংগ্রেস শনিবার বনমালীপুর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি প্রচার আন্দোলন সংঘটিত করে।

এদিন উপস্থিত ছিলেন বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায়। এদিন আগরতলা ভলকান ক্লাব এলাকায় শনিবার মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার পত্র তুলে দেন কংগ্রেস বিধায়কসহ অন্যান্যরা।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ এবং "প্রধানমন্ত্রী জনগণের মন কি বাত শোনেন না" - এই অভিযোগের ভিত্তিতে কংগ্রেসের আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়। এই আন্দোলন মূলত এই ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এ জনগণের প্রকৃত সমস্যা ও অভিযোগের পরিবর্তে নিজের পছন্দসই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেন এবং একতরফাভাবে সরকারের গুণগান করেন।

কংগ্রেসের মূল অভিযোগ হল, প্রধানমন্ত্রী তাঁর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে দেশের বেকারত্ব, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, নারী সংক্রান্ত অপরাধ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেন না। এর পরিবর্তে তিনি এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যা জনজীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয় বা সরকারের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরে।কংগ্রেস মনে করে, "মন কি বাত" অনুষ্ঠানটি সরকারের একতরফা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে জনগণের মতামত বা প্রশ্ন শোনার কোনো সুযোগ নেই। এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী, যেখানে সরকার জনগণের সঙ্গে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপন করবে বলে আশা করা হয়।

এদিন গোপাল রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে কংগ্রেস বিধায়কতা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল চন্দ্র রায় অভিযোগ করেন। এই ব্যর্থতাগুলি "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে উঠে আসে না, যা জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

" কংগ্রেস এই অনুষ্ঠানকে "জনগণের মন কি বাত" না বলে "প্রধানমন্ত্রীর নিজের মন কি বাত" বলে ব্যঙ্গ করে। কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় দাবি করে যে, প্রধানমন্ত্রী যেন জনগণের আসল সমস্যাগুলি শোনেন এবং সেগুলির সমাধানে উদ্যোগী হন।কংগ্রেস এই প্রতিবাদের অংশ হিসেবে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাড়ি বাড়ি যাওয়া কর্মসূচি।জনগণের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যা ও অভিযোগ শোনা এবং প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাদের মতামত সংগ্রহ করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেস সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে।কংগ্রেস জনগণের অভিযোগগুলি সংগ্রহ করে একটি স্মারকলিপি আকারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে, যাতে তিনি দেশের মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।বিভিন্ন সময় কংগ্রেস মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে, যেখানে তারা প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের একতরফা প্রচারের সমালোচনা করে।

ধর্মনগর এসডিএম অফিসে দালালচক্রের হয়রানির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ জুলাই : ধর্মনগর মহকুমা শাসক অফিসের একদিকে যেমন দালাল চক্রান্ত হয়রানি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অফিসে চলাচল করার রাস্তাটুকু দখল করে রেখেছে সরকারি কর্মচারীদের দ্বিচক্র যান দিয়ে। নিধিরাম সরদারের ভূমিকায় অবস্থান করছেন বর্তমান মহকুমা শাসক মানুষের অসুবিধা উনার চোখে ধরা পড়ে না। সকাল থেকেই দালাল সক্রিয় মহকুমা শাসক অফিসে বর্তমানে সাধারণ মানুষ আসতে ভয় পাচ্ছে। প্রত্যেকটা দপ্তরে সকাল থেকেই দালালদের মুক্তা অঞ্চল হয়ে ওঠে। রেভিনিউ সেকশন খাদ্য দপ্তর বিআরটিসি ওবিসি দপ্তর সর্বত্রই দালালদের অবাধ বিচরণ। মহকুমা শাস ক সমস্ত দপ্তরে দপ্তরে সিসি ক্যামেরায় মুড়ে রেখেছেন বাস্তবে মানুষ কিন্তু দালালদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। কিছু কিছু সক্রিয় দালাল বিকেল চারটার পরে বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মীদের সাথে মিলিত হয় বিভিন্ন অবৈধ কাজ করিয়ে নিচ্ছে। মহকুমা শাসক অফিসেরই বিভিন্ন কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন রয়েছেন যাদের সঙ্গে দালালদের ফোন মারব যোগাযোগ হয়ে যায় কখন যেকোনো কাজ টাকার বিনিময়ে করানো যাবে। মহকুমা শাসক অফিসে তাই সরকারি কর্মচারীদের যানবাহন রাখার পার্কিং ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মহকুমা শাসকের এই আইন কে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে কতিপয় কর্মচারী তাদের যানবাহন গুলি অফিসে সাধারণ মানুষের চলার রাস্তায় রেখে সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করছে।

মানুষের অভিযোগ, মহকুমা শাসক এ ধরনের অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে সরকারি সরকারি অফিসে সাধারণ মানুষ অন্তত স্বাভাবিকভাবে অফিসে চলাফেরা করতে পারে।

চড়িলামে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : চড়িলামে হোটেলের সামনে দূর্ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দুজন। তাদের আশঙ্কা জনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, চড়িলামের হোটেল গুলির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে বহু দূর্ঘটনা ঘটেছে। ইতিপূর্বে মৃত্যুও হয়েছে। তারপরও কোন ব্যবস্থা নেই। শুক্রবার রাতে জয়রাম হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে বাইক নিয়ে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয় রানা দেব ও কিশোর ঘোষ নামের দুই ব্যক্তি। তারা গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। দ্রুত আহতদের জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। বর্তমানে তারা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা দেন।

রাস্তার পাশে বেআইনিভাবে যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটতে পারে বলেও অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

হোটেলে বেআইনী প্রবেশ করে হুলস্থূল কাণ্ড, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : খোয়াইয়ের ত্রিপুরেশ্বরী হোটেলের একাধিক ব্যক্তি বআইনিভাবে প্রবেশ করে হোটেলের একটি রুমে কাস্টমারকে মারধর এবং হোটেলের আসবাবপত্র ভাঙচুর চালায়, বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার প্রতিবাদে হোটেলের কর্ণধার বিকাশ চন্দ্র ঘোষ দুষ্কৃতিকারীদের নাম ধাম দিয়ে খোয়াই থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, গতকাল দুপুরে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি হোটেলের একটি রুম আগাম বুকিং করে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসবে বলে। হোটেলের ওই রুমটিতে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে তাই এক এক করে করে দুজন প্রথমে হোটেল রুমে যায়। তখনই পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে এক বা একাধিক ব্যক্তি হোটেল কর্তৃপক্ষের কোনরকমের অনুমতি না নিয়েই বা হোটেল কর্তৃপক্ষকে কোন কিছু না জানিয়েই হুড়মুড় করে হোটেলে ঢুকে পড়ে ও জন্মদিনের অনুষ্ঠানটিকে পরিকল্পনা মাফিক ভন্ডুল করে দেয়। হোটেলে বেআইনী প্রবেশ করে কেন হোটেলে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাতে গেলেন।

আসলে হোটেল কর্তৃপক্ষের কোন রকম বৈধ অনুমতি ছাড়া হোটেলে প্রবেশ করে বৈধভাবে হোটেল ব্যবহারকারীদের হেনস্থা করা ও জন্মদিনের মতো একটি পারিবারিক সামাজিক অনুষ্ঠানে হামলা হুজ্জুতি করা হয়েছে।হোটেলে কোন ধরনের বৈধ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে হুলস্থূল কাণ্ড ঘটানোর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নামে খোয়াই থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন।

দন্ত চিকিৎসা শিবির ও "সুস্থ দাঁত, উজ্জ্বল হাসি এবং আত্মবিশ্বাসেরচাবিকাঠি" শীর্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মনু, ৫ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অধীন মনুবনকুল কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের অন্তর্গত বাগমারা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের আওতাধীন বাগমারা এডিসি ভিলেজ এলাকার কন্যা প্রসাদ পাড়া জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ে গত ৪ জুলাই, ২০২৫ এক দন্ত চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে মনুবনকুল কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের বিশেষজ্ঞ দন্ত চিকিৎসক ডাঃ দীপ্তনু দেববর্মা বিদ্যালয়ের মোট ৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর দাঁতের স্ক্রিনিং করেন। এর পাশাপাশি তিনি দাঁতের যত্ন নেওয়া, সঠিকভাবে ব্রাশ করার পদ্ধতি, দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সঠিকভাবে দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার পদ্ধতিগুলি নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিয়ে বলেন। উক্ত শিবিরে এদিন বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের ক্লাবফুট ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ উজ্জ্বল সর্দার উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দাঁতের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার গুরুত্ব ও উপায়গুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই শিবিরের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের "সুস্থ দাঁত, উজ্জ্বল হাসি এবং আত্মবিশ্বাসের চাবিকাঠি" শীর্ষক সচেতনতামূলক বার্তাটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, উত্তম চক্রবর্তী ও নাইংগ্য মগ সহ এলাকার আশাকর্মীরা। শিবিরের শেষে এই দন্ত চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অনম দেববর্মা-র কুষ্ঠ রোগ জয় স্বাস্থ্য কর্মীদের জনস্বাস্থ্য পরিষেবার সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আগরতলা, ৫ জুলাই : বর্তমানে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণে ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত বিনামূল্যে ওষুধ সেবন করলে কুষ্ঠ রোগ দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যায়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় কুষ্ঠ রোগের মাল্টিড্রাগ থেরাপি হল একটি কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি, যা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। খোয়াই জেলার তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত তুইহাচিং গ্রাম বাড়ি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের অধীন সামন্ত পাড়া এলাকার অনম দেববর্মা (৩১) দীর্ঘ দিন যাবৎ কুষ্ঠ রোগে ভুগছিলেন, তিনি স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রচেষ্টায় কুষ্ঠ মুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে এসেছেন।

খোয়াই জেলা হাসপাতাল এবং তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন তুইহাচিং গ্রাম বাড়ি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের স্বাস্থ্য কর্মীদের যৌথভাবে পরিষেবা প্রদান ও নিয়মিত তত্ত্বাবধানের ফলেই অনম দেববর্মা কুষ্ঠমুক্ত হয়েছেন। রোগীর প্রতি স্বাস্থ্য কর্মীদের সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নেওয়া, সমরামতো প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরবরাহ করা এবং সর্বোপরি তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখার মাধ্যমেই অনম দেববর্মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছেন।

গত ১৫ জুন ২০২৪ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে অনম দেববর্মা চর্ম জনিত সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যান। জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকরা তখন তার স্ক্রিনিং-এর মাধ্যমে কুষ্ঠ রোগ শনাক্ত করেন। এদিনই চিকিৎসকরা তাকে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। খোয়াই জেলা হাসপাতালে জাতীয় কুষ্ঠ রোগ নির্মূলীকরণ প্রকল্পের অধীন গত ১৬ জুন ২০২৪ তাঁর মাল্টিড্রাগ থেরাপি(এমডিটি) প্রদান শুরু করা হয়। এরপর সে তার বাড়ির নিকটস্থ তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও তুইহাচিং গ্রাম বাড়ি আয়ুথান আরোগ্য মন্দিরের স্বাস্থ্য কর্মীদের অধীনে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ শুরু করেন। এই চিকিৎসা চলাকালীন সময় জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের জাতীয় কুষ্ঠ রোগ নির্মলীকরণ প্রকল্পের অধীন আধিকারিকগণও বিভিয়া সময়ে অনম দেববর্মার বাড়িতে গিয়ে তাক খোঁজ খবর নেন ও তাঁর স্বাস্থ্যের পর্যবেক্ষণ করেন। এভাবে নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণের পর গত ৩০ জুন ২০২৫ সফলভাবে তাঁর কোর্স সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য উক্ত চিকিৎসা চলাকালীন সময় অনম দেববর্মাকে জাতীয় কুষ্ঠ রোগ নির্মলীকরণ কর্মসূচির অধীন প্রতি মাসে বিনামূল্যে নিয়মিত একটি ফুড বাস্কেট (দুখ ও ফল সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী। প্রদান করা হয়।

খোয়াই জেলা হাসপাতাল, তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও তুইহাচিংগ্রাম বাড়ি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের ধারাবাহিক সহযোগিতা এবং মানবিক প্রচেষ্টার ফলেই অনম দেববর্মা সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হতে পেরেছেন। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও রোগীর প্রতি গভীর সহমর্মিতার জন্যই অনম দেববর্মা কুষ্ঠকে জয় করলেন। এজন্য অনম দেববর্মা সহ তাঁর পরিবার পরিজনেরা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

অনম দেববর্মা কুষ্ঠ রোগকে জয় করতে ও সুস্থ করে তোলার পেছনে যে সকল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের বিশেষ অবদান ছিল তারা হলেন, খোয়াই জেলা হাসপাতালের মা ও শিশু সুরক্ষা ক্লিনিকের এমপিএস কানু দেববর্মা, এমপিডব্লিউ সৌমিত্র শর্মা, তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডাঃ প্রসূন দেববর্মা, ডাঃ তাপস কুমার সরকার, তুইহাচিংগ্রাম বাড়ি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের এমপিডব্লিউ বিশ্বজিৎ দেববর্মা সহ আশাকর্মী ঝুনু দেববর্মা প্রমুখ। এটি স্বাস্থ্য কর্মীদের জনস্বাস্থ্য পরিষেবার সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুষ্ঠ একটি নিরাময়যোগ্য রোগ, অনম দেববর্মার সুস্থ হয়ে উঠা কুষ্ঠ রোগীদের জন্য এক আশার আলো, যা কুষ্ঠ রোগাক্রান্তদের সুস্থ জীবন লাভে উৎসাহিত করবে ও প্রেরণা জোগাবে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ জেলায় সর্ববৃহৎ রথযাত্রা অনুষ্ঠান ব্যাপক হারে লোক সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : দক্ষিন জেলায় সকলের মধ্যে ধর্মীয় মনভাবনা জাগ্রত করতে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের প্রভুজী করুনেশ্বর মাধব দাস। বাঙ্গালীর বারো মাসে তেরো পার্বনের সকল ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকেন প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস। এরই মধ্যে রথযাত্রা অনুষ্ঠানে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে বাইখোরা রথযাত্রা অনুষ্ঠান। এই বছরও বৃহৎ আকারে রথযাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাক লাগিয়ে দিলো প্রভু করুনেশ্বর মাধব দাস। শনিবার উল্টো রথযাত্রা অনুষ্ঠানও বৃহৎ আকারে উৎযাপন করা হয়। ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রাকে মাসির বাড়ীথেকে ব্যাপক উৎসাহের সহিত মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। রথযাত্রা অনুষ্ঠানের পর থেকে উল্টো রথযাত্রা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় কর্মসূচী পালন করা হয়। প্রতিদিন মাসির বাড়িগে আগত ভক্তদেরজন্য প্রসাদের ব্যাবস্থা করাহয়। আজকে উল্টো রথযাত্রা অনুষ্ঠানে আগত ভক্তদের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যাবস্থা করা হয়। প্রভু করুনেশ্বর মাধবদাসের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের উল্টোরথে ব্যাপক হারে লোকসমাগম ঘটে।

ড. শ্যামাপ্রসাদের ১২৪তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন ৮ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ৮ জুলাই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৪তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অনুষ্ঠানটি বিকাল ৫টা থেকে সুকান্ত একাডেমিতে আয়োজিত হবে।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজেশ কুমার গোয়েল, উপ-চেয়ারম্যান, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়িকা কল্যাণী রায়, ড. রাঘব চন্দ্র নাথ, তপস মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজকর্মী তপস ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ প্রদান করবেন ড. আশিস কুমার বৈদ্য, প্রিন্সিপাল, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। ধন্যবাদজ্ঞাপন করবেন সুজিত ভট্টাচার্য, উপ-পরিচালক, আইএমটিটিআই (উত্তর-পূর্বাঞ্চল)।

রাজ্যস্তরীয় রোল আউট এবং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৫ জুলাই।। পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে আজ অরুন্ধতীনগরস্থিত স্টেট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের গ্রাম স্বরাজ ভবনে পঞ্চায়েত অগ্রগতি সূচক ২.০-এর উপর রাজ্যস্তরীয় রোল আউট এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং পঞ্চায়েত অগ্রগতি সূচক ২.০-এর রাজ্যস্তরে বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটি তদারকি করার জন্য পাই ট্রেকার নামে একটি ওয়েব পোর্টালের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং বলেন, বিগত বছর গ্রেড-এ ক্যাটাগরিতে অবস্থানের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে ছিলো, যা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। এই ধারাবাহিকতাকে এবছরও বজায় রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে পঞ্চায়েত উন্নয়ন সূচকের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত দপ্তরের ফ্যাকাল্টি হিল্লোল দাস, যুগ্ম অধিকর্তা অনুরাগ সেন ও অসিত কুমার দাস এবং বিভিন্ন জেলার জিলা পরিষদের সভাধিপতিগণ।

সমাজকে নেশা মুক্ত করার আহ্বানে দুস্কি ক্রিকেট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে খেলাধুলার ভূমিকা অপরিসীমএই বার্তা ছড়িয়ে দিতে তেলিয়ামুড়া দুস্কি এলাকার দুখাই জমাদার স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো দুস্কি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও ওয়াই টি এফ-১৬ মান্ডাই-পুলিনপুরের যৌথ পৃষ্ঠ পোষকতায় নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় গতকাল শুক্রবার।এদিনের আয়োজিত এই খেলার শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলবাড়ি সাব-জোনাল চেয়ারম্যান শান্তা দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় দুখাই জমাদার একাদশ ও কে কে আর। প্রথমে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় দুখাই জমাদার একাদশ। নির্ধারিত ১০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তারা সংগ্রহ করে ১৩৬ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কে কে আর দল ১০ ওভারে ১১৭ রানেই থেমে যায়। ফলত ফাইনাল ম্যাচে দুখাই জমাদার একাদশ ১৯ রানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে।খেলার শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, “বর্তমান যুব সমাজ নেশার কবলে পড়ে ভবিষ্যৎ হারাচ্ছে। খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করলেই তাদেরকে সুস্থ জীবনের পথে ফেরানো সম্ভব। তাই বর্তমান সরকার নেশা বিরোধী অভিযান চালানোর পাশাপাশি খেলাধুলার উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে শুধু খেলাধুলা নয়, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও যুব সমাজকে সচেতন করার প্রয়াসও সামনে উঠে এল।

আগরতলায় আজ থেকে ৫৪তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে আগামীকাল (রবিবার) থেকে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৫৪ তম ত্রিপুরা স্টেট অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আগামীকাল থেকে বাধারঘাট ষস্থিত স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দশরথ দেব স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ নবনির্মিত দেবভক্তি জমাতিয়া মেমোরিয়াল অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের আটটি জেলা থেকে বিশেষ করে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল সহ দশটি ইউনিট থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক অ্যাথলেট এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। পুরুষ মহিলা উভয় বিভাগে পাঁচটি পৃথক বয়স ভিত্তিক গ্রুপে ১২০ টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হবে। আগামীকাল বেলা ২ টা থেকে প্রতিযোগিতার কার্যক্রম শুরু হলেও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বিকেল পাঁচটায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়িকা মিনারানী সরকার প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা রাজ অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত চৌধুরী। আজ দুপুরে এনএসআরসিসি-র কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ঘিরে বিস্তারিত তথ্য জানান সংস্থার সম্পাদক অপু রায়। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান রতন সাহা, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে চেলসি

ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের একটি ক্লাব জয় পেল। একটি ক্লাব হেরে গেল। চেলসির কাছে ২-১ ব্যবধানে হারল পামেইরাস। অন্য ম্যাচে আল হিলালকে একই ব্যবধানে হারাল ফ্লুমিনেন্স। সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে চেলসি এবং ফ্লুমিনেন্স।

লিয়োনেল মেসির ইন্টার মায়ামিকে টপকে গ্রুপ সেরা হয়েও ব্রাজিলের পামেইরাস আটকে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে। ধারাবাহিক ভাবে ভাল পারফর্ম করছিল ব্রাজিলের ক্লাবটি। ফুটবলপ্রেমীদের একাংশ মনে করেছিলেন চেলসিকেও কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। কিন্তু তেমন কিছু হল না। ৮২ মিনিট পর্যন্ত সমতা ধরে রেখেও জিততে পারল না পামেইরাস। ৮৩ মিনিটে অগাস্টিন গিয়ার আত্মঘাতী গোল তাদের ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল। এর আগে ১৬ মিনিটে কোল পামারের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি দাপট ধরে রাখলেও প্রথমার্ধে গোল সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেনি। বিরতির পর ৫৩ মিনিটে পামেইরাসের হয়ে সমতা ফেরান ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার এস্তেভাও। আগামী মরসুমে তাঁর চেলসির হয়েই খেলার কথা। সুযোগ পেয়ে আরও এক বার পরের ক্লাবকে নিজের জাত চিনিয়ে দিলেন তিনি।পামেইরাস সমতা ফেরালেও ম্যাচে দাপট ছিল চেলসিরই। প্রায় গোটা ম্যাচেই প্রতিপক্ষের রক্ষণকে ব্যস্ত রেখেছেন চেলসির ফুটবলারেরা। তাদের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়েই ৮৩ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন গিয়া। মালো গুস্তোর গোলমুখী শট আটকাতে গিয়ে জালে বল ঢুকিয়ে ফেলেন তিনি। চেলসি ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর আর সমতায় ফিরতে পারেনি ব্রাজিলের ক্লাবটি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালেও চেলসির কাছে হেরে গিয়েছিল পামেইরাস।পামেইরাস না পারলেও প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠল ব্রাজিলের আর একটি ক্লাব। সৌদি আরবের আল হিলালকে ২-১ ব্যবধানে হারাল ফ্লুমিনেন্স। ৪০ মিনিটে ম্যাথিয়াস মার্তিনেল্লির গোলে এগিয়ে যায় ফ্লুমিনেন্স। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় ১-০ ব্যবধানে। ম্যাচের ৫১ মিনিটে আল হিলালের হয়ে সমতা ফেরান মার্কোস লিয়োনার্দো। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। ৭০ মিনিটে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করে ফ্লুমিনেন্সের জয় নিশ্চিত করেন হারকিউসিল।

লজ্জার নজির প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর

বড় রান করেও বিপাকে ভারতীয় দল। প্রথম ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও ভোগাচ্ছে বোলিং ব্যর্থতা। মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপরা যে আক্রমণটা শুরু করেছিলেন, তা পরে আর ধরতে রাখতে পারেননি। তবে তার সঙ্গে দুশ্চিন্তা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে নিয়ে। উইকেট তুলতে যেমন তিনি বেকায়দায় পড়েছেন, তেমনই টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে লজ্জার রেকর্ডও গড়েছেন।

এজবাস্টনে প্রথম ইনিংসে ভারত করে ৫৮৭ রান। একাই ২৬৯ রান করেন অধিনায়ক শুভমান গিল। যশস্বী জয়সওয়াল ৮৭ ও রবীন্দ্র জাদেজা ৮৯ রান করেন। ভারতের বোলিংয়ের শুরুটাও খারাপ হয়নি। দ্বিতীয় দিনের শেষেই সিরাজ-আকাশ দীপরা ইংল্যান্ডের তিন উইকেট ফেলে দিয়েছিলেন। এমনকী তৃতীয় দিনেই এক ওভারে জো রুট ও বেন স্টোকসকে ফেরান সিরাজ। তারপরই ভারতের বোলিংয়ের রাশ আলগা হয়ে যায়। জেমি স্মিথ ও হ্যারি ব্রুক দুজনেই সেঞ্চুরি করেন।

দুই পেসার উইকেট পেলেও ব্যর্থ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। চা পানের বিরতি পর্যন্ত ১৩ ওভার করে ৭২ রান দিয়েছেন তিনি। কোনও উইকেট পাননি। ইকোনমি রেট ৫.৫৪। তার মধ্যে একটি ওভারে ২৩ রানও দিয়েছেন। সব মিলিয়ে গোটা টেস্ট কেরিয়ারে ওভার প্রতি ৫-র বেশি রান দিয়েছেন। টেস্টে অন্তত পাঁচশো বল করেছেন, এমন বোলারদের মধ্যে প্রসিদ্ধর ইকোনমিই সবচেয়ে খারাপ। তাঁর ইকোনমি রেট ৫.০৭। ১৪৮ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এত খারাপ ইকোনমি আর কারও নেই।

এর আগে এই লজ্জার রেকর্ড ছিল বাংলাদেশের শাহাদাত হোসেনের নামে।

বুমরাহের না-থাকাটা কাজে দিয়েছে, বুঝিয়ে দিলেন ভারতের জোরে

ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরাহকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভারতের বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ। অতিরিক্ত দায়িত্ব উপভোগ করছেন হায়দরাবাদের ক্রিকেটার। বুঝিয়েই দিলেন বুমরাহের না-থাকাটা কাজে দিয়েছে।

দলের বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে পেরে তৃপ্ত সিরাজ। কী ভাবে উপকৃত হয়েছেন, তা-ও জানিয়েছেন সিরাজ। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, “এখানকার পিচ খুব মন্থর। কাঁধে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব থাকলে অতিরিক্ত কিছু করার কথা ভাবি না। শুধু সঠিক জায়গায় বল রাখার চেষ্টা করি। বোলিংয়ে শৃঙ্খলা রাখার চেষ্টা করি। এই ধরনের পিচে বল করার সময় লক্ষ্য থাকে, প্রতিপক্ষ যাতে বেশি রান নিতে না পারে।”

৭০ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন সিরাজ। এই নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে চতুর্থ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন। এজবাস্টনের ব্যাটিং সহায়ক ২২ গজে সিরাজ-রাজের সামনে গুটিয়ে গিয়েছে বেন স্টোকসদের ইনিংস। হ্যারি ব্রুক এবং ক্রিস ওকসকে আউট করে আকাশদীপ ভারতকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনার পর সিরাজ দ্রুত শেষ করে দিয়েছেন ইংরেজদের খেলা। দায়িত্ব পালন করতে পেরে খুশি সিরাজ। তিনি বলেছেন, “দায়িত্ব নিতে ভালবাসি। চ্যালেঞ্জও উপভোগ করি। এমন একটা দিনের জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করেছি। অবিশ্বাস্য লাগছে। ভাল বল করলেও উইকেট পাচ্ছিলাম না। এখানে আগে ৪ উইকেট পেয়েছিলাম। এ বার ৬ উইকেট পেয়ে খুব ভাল লাগছে। আকাশদীপ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ খুব বেশি টেস্ট খেলেনি। আমার লক্ষ্য ছিল ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ইংল্যান্ডের উপর চাপ তৈরির চেষ্টা করা। অন্য রকম কিছু করারও ইচ্ছা আছে। তবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই মূল লক্ষ্য থাকবে।” সিরাজ লক্ষ রাখেন যাতে সতীর্থ জুনিয়র বোলারেরা চাপে না পড়েন। প্রয়োজনে তাঁদের পরামর্শ দেন। বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, কোন ব্যাটারকে কী ভাবে বল করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসেও নিজের সেরাটা দিতে তৈরি ৩১ বছরের বোলার।

ম্যাচ হেরে অশ্লীল আচরণ!

ম্যাচ হেরে অভব্যতা পাকিস্তানের স্কোয়াশ খেলোয়াড় মেহবিশ আলির। এশিয়ান জুনিয়র ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হারার পর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের উদ্দেশে অশ্লীল ইঙ্গিত করে এই কিশোরী খেলোয়াড়। এই আচরণের জন্য শাস্তি পেতে পারে পাকিস্তানের অন্যতম সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়।

বৃহস্পতিবার মেহবিশের প্রতিপক্ষ ছিল হংকংয়ের চুং ওয়াই এল। অনূর্ধ-১৭ পর্যায়ের এই ম্যাচে সরাসরি গেমে হেরে গিয়েছে মেহবিশ। ম্যাচের ফল চুংয়ের অনুকূলে ১৩-১১, ১১-৫, ১৩-১১, ১১-৪। পাকিস্তানের খেলোয়াড়কে প্রথম থেকেই চাপে রেখেছিল চুং।

বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি মেহবিশ। প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়ার পর চুংয়ের উদ্দেশে অশ্লীল ইঙ্গিত (মধ্যমা প্রদর্শন) করে মেহবিশ। তার এই আচরণে বিস্মিত হংকং দল সরকারি ভাবে অভিযোগ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। দর্শকেরাও পাকিস্তানি খেলোয়াড়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন। মেহবিশের বিতর্কিত আচরণের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

কোর্টে অশ্লীল আচরণের জন্য পাকিস্তানের কিশোরী খেলোয়াড়কে শাস্তি পেতে হতে পারে। মেহবিশের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিযোগিতা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই ঘটনা অপ্রত্যাশিত এবং সমর্থনযোগ্য নয়। নিয়ম অনুযায়ী, উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে পাকিস্তানের স্কোয়াশ সংস্থার ভূমিকা নিয়েও।

পাকিস্তানের জুনিয়র খেলোয়াড়দের অভব্য আচরণ এই প্রথম নয়। অনূর্ধ-১৬ ডেভিস কাপে ভারতের কাছে হারের পর পাকিস্তানের এক জুনিয়র টেনিস খেলোয়াড় করমর্দন (হ্যান্ডশেক) করতে অস্বীকার করে। সেই ঘটনারও তীব্র সমালোচনা হয় ক্রীড়া মহলে।

রাজ্যে ফিরলেন সোনার মেয়ে জুডোকা অস্মিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যে ফিরলেন সোনার মেয়ে ত্রিপুরা জুডোর গর্ব তথা বর্তমানে ভারতবর্ষের ৪৮ কেজি ওজন ক্যাটেগরি বিভাগে তারকা মহিলা জুডোকা অস্মিতা দে আজ, শনিবার রাজ্যে ফিরেছেন। অস্মিতাকে স্বাগত এবং উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশন এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রণব সাহা ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ আজ, শনিবার এমবিবি এয়ারোর্টে উপস্থিত ছিলেন। অস্মিতা এবারের জাতীয় গেমস-২০২৫ এ স্বর্ণপদক পেয়েছিল। এর আগে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদক পেয়েছিলো। কুয়েতে এশিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক অর্জন করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছেন। কমনওয়েলথ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্য পদক পেয়েছিলো। এছাড়া, অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বহু পদক অর্জন করেছে রাজ্যে জুডোর গর্ব অস্মিতা।সদ্য জুন মাসের শেষ দিকে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব পুলিশ গেমস ২০২৫-এ রৌপ্য পদক পেয়েছে। সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি লিটন রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

উইম্বলডনে অঘটন অব্যাহত

উইম্বলডনে প্রতি দিনই কোনও না কোনও বাছাই খেলোয়াড় ছিটকে যাচ্ছেন। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হল না। মহিলাদের বিভাগে ষষ্ঠ বাছাই আমেরিকার ম্যাডিসন কিজ বিদায় নিলেন তৃতীয় রাউন্ডেই। জাপানের নেয়োমি ওসাকাকেও হারতে হল। তবে আমেরিকার আর এক খেলোয়াড় টেলর ফ্রিৎজ উঠে গিয়েছেন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে।

এ বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন কিজ। তবে উইম্বলডনটা ভাল গেল না তাঁর। জার্মানির লরা সিগমুন্ডের কাছে ৩-৬, ৩-৬ গেমে হেরে গেলেন তিনি। গোটা ম্যাচেই কিজকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ৩১টি আনফোর্সড এরর করেন তিনি। সেই তুলনায় ৩৭ বছরের সিগমুন্ড প্রত্যাশার চেয়ে ভাল পারফরম্যান্স করেছেন। মহিলাদের বিভাগে এখন তিনিই সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়। ম্যাচের পর তিনি বলেন, “আমি এখন নিজের আনন্দের জন্য খেলি। কারও কাছে আর কিছু প্রমাণ করার নেই। কেন আমি টেনিস খেলছি সেটা রোজ নিজেকে বোঝানোর একটা তাগিদ থাকে। নিজের জন্য খেলি বলেই কোনও চাপ থাকে না।”

বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর এবং অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ইউএস ওপেন জয়ী ওসাকা এ বারও ঘাসের কোর্টে তৃতীয় রাউন্ড পেরোতে পারলেন না। আনাস্তাসিয়া পাভলুচেঙ্কোভার কাছে ৬-৩, ৪-৬, ৪-৬ গেমে হারলেন। ম্যাচের পর বললেন, “আজ খুব হতাশ লাগছে। নিজের সম্পর্কে একটাও ভাল কথা বলতে পারছি না।”

ম্যাচের শুরুটা খারাপ করেননি ওসাকা। তাঁর র্যাকেট থেকে এমন কিছু শট বেরোয় যা এক সময় তাঁকে বিশ্বের এক নম্বর করে তুলেছিল। তবে যত ম্যাচ গড়ায় ততই ওসাকা ছন্দ হারাতে থাকেন। উল্টো দিক থেকে পাভলুচেঙ্কোভাও চাপ বাড়াতে থাকেন এবং ম্যাচ জিতে যান। সন্তান জন্মের পর কোর্টে ফিরলেও ওসাকাকে আর আগের ছন্দে পাওয়া যাচ্ছে না।

ম্যাচের পর ওসাকা বলেছেন, “আমি খারাপ খেলেছি বলব না। তবে আরও অনেক ভাল খেলতে পারতাম। দু’-একটা জায়গায় উন্নতি করতে হবে। আমার মধ্যে এখনও খিদে বেঁচে আছে।”

ফ্রিৎজ আগের দু’টি ম্যাচে পাঁচ সেটে জিতেছিলেন। তৃতীয় রাউন্ডে আলেজান্দ্রো দাভিদোভিচ ফোকিনার বিরুদ্ধে এক সেট কম লড়তে হল তাঁকে। ফ্রিৎজ জিতলেন ৬-৪, ৬-৩, ৬-৭, ৬-১ গেমে। প্রথম দু’টি সেটে অনায়াসে জিতলেও তৃতীয় সেটে নিজের ভুলের কারণে হারেন। তৃতীয় সেটে ব্রেক পয়েন্ট পেয়েছিলেন।

সিনিয়র রাজ্য প্লেট গ্রুপে সহজ জয় পেল ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যভিত্তিক প্লেট গ্রুপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে লংতরাইভ্যালিকে এবার সহজেই হারালো ধর্মনগর। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় এই দুটি দল। নির্ধারিত সময়ের লড়াইয়ে এদিন লংতরাইভ্যালিকে ৯৭ রানে পরাজিত করে ধর্মনগর। সকালে পরাজিত দল টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় ধর্মনগর। ইনিংসের ধর্মনগর ৩২.৫ ওভারে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৬২ রান। তাদের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত রান ছিল ২৫। ওপেনিং জুটির ব্যাটসম্যান অভিষেক মালাকারের ৪৬ রান এবং অরূপ দাসের ১৯ রান ও সৌরভ সাহানির ৩৬ রানের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে ধর্মনগর। পরাজিত দলের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ চারটি উইকেট পেল অর্জু দেববর্মা। এছাড়া রুহিত গুপ্ত তিনটি ও কাজল সূত্রধর দুটি করে উইকেট নেয়। জবাবে জয়ের জন্য ১৬৩ রানের টার্গেট নিয়ে লংতরাইভ্যালি ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগরের বোলারদের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে কার্যত যেন অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে। লংতরাইভ্যালির ওপেনিং ব্যাটসম্যান অর্ঘ্যদীপ চৌধুরীর ২১ রান ছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যান এর পক্ষেই এক অঙ্কের রানের গণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি।জয়ী ধর্মনগরের বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে দুটি করে উইকেট পেল সৌরভ সাহানি, শুভম সিনহা, কৌশল মজুমদার ও পঙ্কজ ভৌমিক।

আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক ক্রুদ্ধ স্টোকসের

একে তো মাত্র ২০ রানের মধ্যে শেষ পাঁচ উইকেট পড়েছে। ম্যাচ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের। তার উপর ভারতের ব্যাটিংয়ের সময় কার্যত ‘অনৈতিকভাবে’ রিভিউ নিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। এবং সেটা পেলেনও। ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকসের গর্জনকে পাত্তাই দিলেন না বাংলাদেশের আম্পায়ার শরফুদ্দৌল্লা সৈকত।

ঘটনাটি ঘটে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটিংয়ের সময়। ১৮০ রানের বিরাট লিড হাতে নিয়ে নেমেছে টিম ইন্ডিয়া। যশস্বীও শুরু করেছিলেন আক্রমণাত্মক মেজাজে। অষ্টম ওভারে ব্রাইডন কার্সের বল আছড়ে পড়ে তাঁর প্যাডে। আম্পায়ার শরফুদ্দৌল্লা এলবিডব্লু দেন। যদিও রিভিউ নেবেন কি না, সেই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না যশস্বী। শেষ পর্যন্ত সতীর্থ কেএল রাহুলের সঙ্গে কথা বলার পর ডিআরএস নেন।

কিন্তু ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটা ১৫ সেকেন্ড পেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ হিসেবমতো আর রিভিউ নেওয়ার অধিকার নেই যশস্বীর। কিন্তু তারপরও আম্পায়ার রিভিউ দেওয়ায় চটে যান ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। চিৎকার করে এগিয়ে যান শরফুদ্দৌল্লার দিকে। তাতে অবশ্য আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বদলায়নি। স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকেন স্টোকস। যদিও শেষ পর্যন্ত ২৮ রানে আউট হন যশস্বী।

এর আগে প্রথম ইনিংসেও শরফুদ্দৌল্লার একাধিক সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছিল ইংল্যান্ড। যেগুলো আউট দিলে, ডিআরএসেও ‘আম্পায়ারস কলে’র সুবিধা পেত ইংল্যান্ড। কিন্তু সেটা হয়নি। মজার বিষয়, অস্ট্রেলিয়া সফরে এই যশস্বীকেই বিতর্কিত আউট দিয়েছিলেন শরফুদ্দৌল্লা।

চাপে থাকা বাংলাদেশ আরও বিপাকে

শ্রীলঙ্কার কাছে টেস্ট সিরিজে হারের পর প্রথম এক দিনের ম্যাচেও ৭৭ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং বিপর্যয়ের খেসারত দিতে হয়েছে মেহদি হাসান মিরাজদের। বাংলাদেশ শিবিরের চাপ বাড়ালেন কোচ ফিল সিমন্স। সিরিজের মাঝে দল ফেলে চলে যাচ্ছেন বাংলাদেশের কোচ।

চাপে থাকা বাংলাদেশ শনিবার আবার মাঠে নামবে। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে। তবে এই ম্যাচে কোচ সিমন্সের প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাবেন না বাংলাদেশের ক্রিকেটারেরা। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, চিকিৎসার প্রয়োজনে কয়েক দিনের জন্য ব্রিটেন যাচ্ছেন সিমন্স। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল জানিয়েছেন, সিমন্সের ব্রিটেনে যাওয়ার সূচি আগে থেকেই ঠিক ছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে চিকিৎসককে দেখানোর কথা ছিল কোচের। সে সময় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থাকায় যেতে পারেননি। এ বার ডাক্তারকে দেখানোর দিন পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

সিরিজের আগেই সিমন্স বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। চিকিৎসকের কাছ থেকে নতুন দিন না পাওয়ায় সিরিজের মাঝেই যেতে হচ্ছে সিমন্সকে। ফলে শনিবার দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে তিনি থাকবেন না বাংলাদেশের সাজঘরে।

আগামী ৭ জুলাই আবার শ্রীলঙ্কায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কোচ। পরের দিন ৮ জুলাই শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে মুখোমুখি হবে। এক দিনের সিরিজের পর তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে দু’দেশ।

ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ আটে জার্মানির ক্লাবের সামনে পিএসজি

বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে লড়াই করেও হারতে হল ফ্ল্যামেঙ্গোকে। ব্রাজিলের ক্লাবকে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল জার্মানির ক্লাব। বায়ার্নের হয়ে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। কোয়ার্টার ফাইনালে কঠিন চ্যালেঞ্জ বায়ার্নের সামনে। তাদের মুখোমুখি পিএসজি। লিয়োনেল মেসির ইন্টার মায়ামিকে উড়িয়ে শেষ আটে উঠেছে প্যারিসের ক্লাব।

খেলার শুরুতেই এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ৬ মিনিটের মাথায় জোশুয়া কিমিচের শট হেড করে বার করতে গিয়ে নিজের জালেই জড়িয়ে দেন ফ্ল্যামেঙ্গোর এরিক পুলগার। তিন মিনিট পরেই ব্যবধান বাড়ান কেন। ১০ মিনিটের মধ্যে ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়লেও লড়াই ছাড়েনি ফ্ল্যামেঙ্গো। ৩২ মিনিটের মাথায় ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে পরাস্ত করে ব্যবধান কমান গার্সন। প্রথমার্ধে ৪১ মিনিটের মাথায় বায়ার্নের হয়ে তৃতীয় গোল করেন লিয়ন গোরেৎজকা। ফলে দু’গোলের ব্যবধানে আবার এগিয়ে যায় জার্মানির ক্লাব। প্রথমার্ধের শেষ দিকে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন ন্যুয়ের। ফলে দুই গোলের ব্যবধানেই বিরতিতে যায় বায়ার্ন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোল করার মরিয়া চেষ্টা করতে থাকে ফ্ল্যামেঙ্গো। ৫৫ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে তাদের দ্বিতীয় গোল করেন জর্জিনহো। কিন্তু তাদের সব আশায় জল ঢেলে দেন কেন। ৭৩ মিনিটে কিমিচের ক্রস থেকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চার নম্বর গোল করেন তিনি। ক্লাব বিশ্বকাপে এটা তাঁর তৃতীয় গোল। আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ফ্ল্যামেঙ্গো। মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে ৬৫ হাজার দর্শকের সামনে ৪-২ গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে বায়ার্ন।

কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি বায়ার্ন ও পিএসজি। শেষ বার এই দুই দল খেলেছিল ২০২০ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে, সে বার বায়ার্নের কাছে ১-০ হারতে হয়েছিল পিএসজিকে। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে তারা। ফলে লুই এনরিকের দলের সামনে সুযোগ বায়ার্নকে হারিয়ে পাঁচ বছর আগের হারের বদলা নেওয়ার।

গুকেশের মুকুটে নয়া পালক

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডি গুকেশের মুকুটে নতুন পালক। গ্র্যান্ড চেস ট্যুরের জাগ্রেব পর্বে সুপারইউনাইটেড র্যাপিড ২০২৫ টুর্নামেন্টে র্যাপিড খেতাব জিতলেন তিনি। ১৯ বছরের দাবাড়ু সম্ভাব্য ১৮ পয়েন্টের মধ্যে ১৪ পয়েন্ট পেয়ে শেষ করে বিশ্ব দাবায় নতুন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।

ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেব শহরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়বারের মতো কিংবদন্তি ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে দিয়েছিলেন গুকেশ। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন কার্লসেনের বিরুদ্ধে তাঁর আগের জয়টি কোনও অপ্রত্যাশিত ছিল না।

তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। সদ্য নরওয়ে ওপেনে কার্লসেনকে হারিয়েছেন। তবু প্রাপ্য সমীহ পাননি গুকেশ। এই টুর্নামেন্টে নামার আগেও কার্লসেন মুকেশের দিকে কটাক্ষের তিরই ছুঁড়েছিলেন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিজের হাঁটুর বয়সি ভারতীয় দাবাড়ুকে টুর্নামেন্টের অন্যতম ‘দুর্বল প্লেয়ার’ বলে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে এই টুর্নামেন্টের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি তাঁর। পোল্যান্ডের গ্র্যান্ডমাস্টার দুদারের কাছে প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলেন গুকেশ। তবে পরের দুই রাউন্ডে জিতে কার্লসেনের বিরুদ্ধে নামার আগে তাঁর সমান পয়েন্টে দাঁড়িয়েছিলেন গুকেশ। বৃহস্পতিবার তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে তিনি শুধু জিতেছিলেন তাই নয়, রীতিমতো হেসেখেলে জেতেন তিনি। এই জয়ের ফলে জাগ্রেবে ১০ পয়েন্ট নিয়ে একক ভাবে শীর্ষে ওঠেন গুকেশ। এবার ১৪ পয়েন্ট পেয়ে র্যাপিড খেতাব জিতলেন তিনি।

এদিকে গুকেশের কাছে হেরে কার্লসেন বলছেন, “সত্যি বলতে আমি এই মুহূর্তে খেলাটাকে উপভোগ করছি না। বড্ড দোনামনায় খেলছি। খুব খারাপ পারফর্ম করেছি। আর গুকেশ নিজের সব সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। সত্যি বলতে ও এখন বেশ ভালো খেলছে।” আর গুকেশ যে ভালো খেলছেন, সেটা সর্বকালের অন্যতম সেরা দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভও মনে করছেন। তিনি বলছেন, “যেভাবে কার্লসেন হেরেছে তাতে ওঁর একাধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় এসে গিয়েছে।”

অবসরের পথে জাড্ডু!

টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের বর্ষপূর্তি। সেই উপলক্ষ্যে ইংল্যান্ডেই সেলিব্রেশনে মেতে উঠলেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। একে-অপরের সঙ্গে খুনসুটি, কেক কাটা, হই-হুল্লোড়ে মাতলেন ঋষভ পন্থরা। তবে সেই সেলিব্রেশনের ভিডিও প্রকাশ হতেই চর্চা শুরু হয়েছে রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে। প্রশ্ন উঠছে, জাড্ডুর কেরিয়ার কি শেষের দিকে?

দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত বছর ২৯ জুন টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা দ্বৈরথ হিসাবে গেঁথে থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে।

এয়ারপোর্ট এডভাইজারি কমিটির বৈঠকে পৌরহিত্য করেন সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : আজ আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্টের এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের পুরাতন বিল্ডিংয়ের সভাগৃহে এই বৈঠকে পৌরহিত্য করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, প্রতি বছরে দুইবাট অন্তর অন্তর বিমানবন্দরের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা এবং সমস্যা নিয়ে এয়ারপোর্ট এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মূলত ওই বৈঠকে বিমানবন্দরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা হয়। তেমনি, যেসমস্ত সমস্যাগুলো। সমাধান করা সম্ভব নয় সেগুলো ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করার হয়ে থাকে।

তাঁর দাবি, উত্তরপূর্বাঞ্চলে গৌহাটি বিমানবন্দরের পর এমবিবি বিমানবন্দরে বেশি বিমান চলাচল করে। তাঁর কথায়, ওই বৈঠকে বিমান সংখ্যা বৃদ্ধি করা, যাত্রীদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, বিমানবন্দরে কম ভাড়ায় স্টল দেওয়া, লাইটিং বাড়ানো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সংসদ বিপ্লব কুমার দেব, বিমানবন্দরের ডাইরেক্টর কেসি মিনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড:বিশাল কুমার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ড:কিরণ কুমার কে এবং এডভাইসারি কমিটির মেম্বার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ ধন দাস সহ অন্যান্যরা।

রথযাত্রার দিন কাঞ্চনপুরে চুরি ধৃত তিন চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : রথযাত্রার দিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় কাঞ্চনপুর মহকুমার কাঞ্চনপুর থানাধীন উত্তর রবীন্দ্রনগরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এক গৃহে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরের দল হানা দিয়ে দুটি সোনার চেইন, একটি বেসলেট এবং একটি আংটি নিয়ে পালিয়েছে। ওই ঘটনার পরপরই গৃহস্বামী কল্পনা ভট্টাচার্য কাঞ্চনপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ দ্রুত অভিযানে নেমে তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। ধৃতরা হলেনপিন্টু নাথ, সুমন বড়ুয়া ও শুভ্রজিৎ বড়ুয়া, সকলেই কাঞ্চনপুরের রবীন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত পিন্টু নাথ স্বীকার করে যে, সে গত সোমবার ধর্মনগরে এসে সেন্ট্রাল রোডের "সাথী সিটি গোল্ড" নামক একটি গয়নার দোকানে সোনার একটি চেইন ও একটি বেসলেট ৯০ হাজার টাকায় বিক্রি করে। এরপর কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে ধর্মনগরে গিয়ে উক্ত দোকানে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দোকানের মালিক সুদীপ বড়াই পালিয়ে যায়, তবে তার মা দীপিকা গড়াই দোকানে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে দীপিকা গড়াই স্বীকার করেন যে, ধৃত পিন্টুনাথ তাদের দোকানে চেইন ও বেসলেট বিক্রি করে। তিনি আরও জানান, অলংকারগুলি তিনি ব্যাংকে বন্ধক রেখে সেখান থেকে ৯০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং সেই অর্থ পিন্টুকে দিয়েছিলেন, কারণ পিন্টু তার নিজের সোনার গয়না বিক্রি করতে চেয়েছিল।পুলিশ দীপিকা গড়াইকে নিয়ে ধর্মনগর পৌরসভার অধীনস্থ সেই বাড়িতে যায়, যেখানে তারা ভাড়া থাকেন। তদন্ত চালিয়ে পুলিশ সোনার গয়না উদ্ধার করতে না পারলেও, ব্যাংকে বন্ধক দেওয়া সোনার চেইন ও বেসলেট সংক্রান্ত নথিপত্র উদ্ধার করে। এসব নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।পিন্টু নাথও স্বীকার করে যে, ৯০ হাজার টাকা সে পেয়েছে। বর্তমানে চুরির ঘটনার তদন্ত এগিয়ে চলেছে এবং পুলিশ নিশ্চিতভাবেই এই মামলার মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছাতে সচেষ্ট। এই ঘটনার পর কাঞ্চনপুর থানা ও ধর্মনগর পুলিশের যৌথ তৎপরতা পুলিশের সক্রিয়তা ও পেশাদারিত্বের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয়, তদন্তে চুরির পেছনের সম্পূর্ণ চক্র কতদূর উন্মোচিত হয়।

বাড়িতে উদ্ধার নেশা সামগ্রী অভিযুক্তের স্ত্রীকে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : গোপন খবরের ভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১১ গ্রাম নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে। পুলিশ বাড়ির মালিককে না পেয়ে স্ত্রীকে আটক করে খোয়াই থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ পূর্ব রামচন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুদের নিয়মানুবর্তিতা শেখানো খুবই প্রয়োজন ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : শিশুদের যত্ন ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে বড় করে তুলতে হবে। তাদের অবশ্যই ধর্মের গুরুত্ব কি তা শেখাতে হবে। আজ বিকেলে পূর্বাশা মেলা গ্রাউন্ডে ইসকন আয়োজিত উল্টো রথের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তিনি বলেন, শিশুদের আত্ম নিয়মানুবর্তিতা এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণ শেখানো খুবই প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে সনাতন ধর্ম এবং তার মহত্ব তুলে ধরেন। তাছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এম.ডি.সি. প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ দাস, সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলাস্থিত ইসকন মন্দিরের সহ-সভাপতি শ্রীদাম গোবিন্দ দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ইসকন ত্রিপুরার আঞ্চলিক সচিব ভক্তিবিজয় ভগবৎ স্বামী। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে ডিজিটাল মিটার ঘিরে ক্ষোভ বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও শহরবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ জুলাই : ধর্মনগরে ডিজিটাল মিটার বসানোর পর বিদ্যুৎ বিল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় চরম ক্ষোভে ফেটে পড়লেন শহরের বহু বিদ্যুৎ গ্রাহক। ধর্মনগর পুরপরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ড-সহ শহরের অন্যান্য এলাকা থেকে অসন্তুষ্ট বাসিন্দারা একজোট হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস ঘেরাও করে রাখেন কয়েক ঘণ্টা।

জানা গেছে, ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মতো উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরেও বাড়িতে বাড়িতে নতুন ডিজিটাল মিটার বসানো হয়েছে। কিন্তু এই ডিজিটাল মিটার বসানোর পর অনেকেই অভিযোগ করছেন, আগের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি বিদ্যুৎ বিল আসছে। অনেকেই বিল নিয়ে অফিসে অভিযোগ জানিয়েও সন্তোষজনক সুরাহা পাননি।

এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা বিদ্যুৎ দপ্তরে এসে ঘেরাও শুরু করেন। তাঁদের পাশে দাঁড়ান স্থানীয় কাউন্সিলররাও। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদ্যুৎ নিগমের উত্তর জেলার অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার গোপেশ ঘোষ ঘটনাস্থলে আসেন ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে শহরবাসীদের এক প্রতিনিধি দল তাঁর অফিসে বসে ডিজিটাল মিটার সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আলোচনার পরে ডিজিটাল মিটার সংক্রান্ত অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন আধিকারিক। ধর্মনগরের এক বিদ্যুৎ গ্রাহক ও অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিক্রিয়া নিয়েও বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে, যা পরবর্তী পর্যায়ে শহরবাসীর সামনে তুলে ধরা হবে।

২৪ দিন ধরে বন্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : ২৪ দিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চেছড়িমাই পঞ্চায়েতের তুলসীমুড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। একদিনও দফতর কর্তাদের দেখা মিলেনি।

প্রসঙ্গত, অঙ্গনওয়াড়ী দিদিমণি নিয়োগ নিয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী বিগত কয়েকদিন পূর্বে তালা চড়িলাম ব্লকের চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ড তুলসী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে। বিগত ২৪ দিনের উপর বন্ধ অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার।

জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ৩১ জুলাই দিদিমণি সজল রানী চৌধুরী অবসর হওয়ার পর থেকে সহায়িকা প্রতিভা দেব চালাচ্ছেন সেন্টার। কয়েকদিন পূর্বে এই সেন্টারে দিদিমণি হিসেবে নিয়োগ করা হয় তুলসী দেবনাথকে। যার ফলে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী তুলসী পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং সহায়িকাকে অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে ঢুকতে দেয়নি। তাদের দাবি, এই অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার চেছুড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত।এই ওয়ার্ড এলাকা থেকে নিয়োগ দিতে হবে। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত এই ওয়ার্ড এলাকায় যোগ্য প্রার্থী থাকার পরেও ৩ নং ওয়ার্ড থেকে তুলসী দেবনাথকে নিয়োগ দিয়েছে যার ফলে ক্ষুব্ধ গ্রামের মানুষ সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত ৪ নং ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী নিয়োগ করা না হয় ততদিন পর্যন্ত সেন্টারের তালা খোলা যাবে না।

চলতি অর্থবছরে ৫৫টি ভেটেরিনারি মোবাইল ভ্যান চালু করা হবেঃ সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর শুধুমাত্র প্রাণী পালনের উপরই গুরুত্ব দিচ্ছে না, প্রাণী পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণী স্বাস্থ্য ও এক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের জোর দিচ্ছে। প্রাণী রোগ মোকাবিলায় পশু চিকিৎসালয় নির্মাণ ও প্রাণীর স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গতকাল ছামনুতে প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রের নব নির্মিত ভবনের উদ্বোধনের পর প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন।তিনি বলেন, প্রতিটি ব্লকে প্রয়োজনীয় প্রাণী চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ৫৫টি ভেটারিনারি মোবাইল ভ্যান চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই মোবাইল ভ্যানগুলি চালু হয়ে গেলে চব্বিশ ঘন্টা জরুরি ভিত্তিতে প্রাণী পালকদের প্রাণী চিকিৎসার পরিষেবা দেওয়া যাবে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যে চাহিদার তুলনায় দুধের উৎপাদন কম। তাই মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের আওতায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে স্ত্রী বাছুর উৎপাদান করে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে এখন পর্যন্ত ৯০ শতাংশ সাফল্য পাওয়া গেছে। ছামনু এলাকার প্রাণী পালকদের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে প্রাণী সম্পদ বিকাশ আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা ছামনু এলাকার মানুষদের স্থায়ী ও পরিবেশ বান্ধব জীবিকার্জনের সুযোগ করে দিতে প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, সহ-সভাধিপতি অনাদি সরকার, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, লংতারিভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত দাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা. বি কে দাস এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব চাকমা। উল্লেখ্য, নবনির্মিত ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬৭, ১৮, ৫৭৪ টাকা।

ফাঁসিতে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : নিজ ঘরে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় কদমতলা থানার উত্তর হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ড এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, মৃত গৃহবধূ মিতালী নাথ (৪০) স্বামী মিহির নাথের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে বসবাস করতেন। মিহির নাথ পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি এবং প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও তিনি কর্মস্থল ধর্মনগরে কাজে চলে যান। এদিন দুপুরে তাঁর মা ও মেয়ে আত্মীয়ের বাড়ি গন্ধানগরে চলে যান, ফলে গৃহবধূ মিতালী নাথ বাড়িতে একাই ছিলেন। পরে রাত নয়টা নাগাদ পরিবারের সদস্যরা ফিরে এসে প্রত্যক্ষ করেন ঘরের তীরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে গৃহবধূর দেহ। অর্থাৎ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। খবর পেয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্তের পর মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ময়না তদন্তের তা কদমতলা সামাজিক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

এদিকে, স্বামী মিহির নাথ জানান, তাঁর স্ত্রী শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন, তবে পরিবারের মধ্যে কখনও কোনো বড় ধরনের ঝগড়া বিবাদ ছিল না। তিনি বলেন, এভাবে তার স্ত্রী ফাঁসিতে আত্মহত্যা করবে তা পরিবারের লোকজনরা ধারণাই করতে পারেননি। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে। শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় মানুষজন।

গাড়ি দুর্ঘটনা অল্পেতে রক্ষা পেলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৫ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলা পরিদর্শনে এসে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাস। গতকাল, ৪ জুলাই, জম্পুই হিল থেকে ফেরার পথে কাঞ্চনপুর সুভাষ নগরে বিধায়ক দলের গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

জানা গেছে, ৪ ও ৫ জুলাই রাজ্য বিধানসভার এসটি কমিটির উত্তর এবং ঊনকোটি জেলা ভিজিটিং প্রোগ্রাম ছিল। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে জম্পুই হিল পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে বিধায়কদের গাড়ি বহর কাঞ্চনপুর সুভাষ নগর এলাকায় পৌঁছায়। সেসময় একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে, যার ফলে পরপর তিনটি গাড়ি একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

এই দুর্ঘটনায় অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাসের গাড়িটি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়ির ভেতরের এয়ারব্যাগগুলি বেরিয়ে আসে। এয়ারব্যাগ খুলে যাওয়ায় বিধায়ক রঞ্জিত দাস বড় ধরনের আঘাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে গাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশও ঘটে: খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই : খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি মানসিক বিকাশও ঘটে। তাই বর্তমান রাজ্য সরকার খেলাধুলার মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় খেলাধুলার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। আজ বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ ফুটবল মাঠে ওরিয়েন্টাল ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন খাদ্য, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাব আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরণের খেলাধুলা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পায়। ফলে প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা আগামীদিনে রাজ্যস্তরের এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। রাজ্য সরকারও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে স্থানীয় প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তিনি বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে খেলাধুলার পরিবেশ যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি স্থানীয় খেলোয়াড়রাও উৎসাহিত হচ্ছে। এলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এস্ট্রো টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া নেশার কবল থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতেও এই ধরণের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনুষ্ঠানে ওরিয়েন্টাল ক্লাব এর পক্ষ থেকে বিলোনিয়া মহকুমা থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পরিবহণমন্ত্রী তাঁদের হাতে মানপত্র ও স্মারক উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল এর সদস্য দীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি ধ্রুব প্রসাদ মজুমদার, বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব পার্থ চৌধুরী, ওরিয়েন্টাল ফুটবল টুর্নামেন্টের চেয়ারম্যান সায়ন্তন দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সভাপতি শ্রীবাস সেন।

অম্পিনগরে শক্তি বাড়ালো কংগ্রেস, ২০০-র বেশি সমর্থকদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবন এক বিশাল যোগদান সভার সাক্ষী হলো। অম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ২০০-র বেশি কর্মী ও সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

অম্পিনগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পিন্টু দেববর্মার নেতৃত্বে এই যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যোগাদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আইপিএফটি দলের অম্পিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পবিত্র মোহন জামাতিয়া, ২০১৩ সালের বিজেপি প্রার্থী সুবল দেববর্মা এবং টিপরা মথা দলের অন্যতম নেতা শ্রী পঞ্চসাধন জামাতিয়া।

এদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তিনি যোগদানকারী প্রায় দুই শতাধিক পরিবারকে কংগ্রেসে স্বাগত জানিয়েছেন। আশীষ কুমার সাহা বলেন, অম্পিনগর থেকে ২০০-র বেশি পরিবার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। তাঁদেরকে দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নিতে পেরে আমরা আনন্দিত।প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন, এই বিপুল সংখ্যক যোগদান আসন্ন নির্বাচনে অম্পিনগর কেন্দ্রে কংগ্রেসের শক্তিকে আরও মজবুত করবে। এই যোগদান সভা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে মনে করছেন অনেকেই।

মাইগঙ্গা পঞ্চায়েত উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণপুর, ৫ জুলাই : কৃষ্ণপুর বিধানসভার অধীন মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আজ ফের উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছে। পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার আজ বিক্ষুব্ধ সদস্যদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার জানিয়েছেন, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় পঞ্চায়েতের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও জানান যে, এই সভার কার্যবিবরণী এবং আলোচনা সংশ্লিষ্ট ঊর্ধতন আধিকারিকদের কাছে রিপোর্ট আকারে পাঠানো হবে। সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ ও আলোচনার দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হবে।

মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে জল্পনা চলছিল। বিক্ষুব্ধ সদস্যরা উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন। আজকের এই বৈঠককে পরিস্থিতি সমাধানের একটি ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত মাইগঙ্গা পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকছে।

ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ রুখতে পায়ে হেঁটে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন মথার নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হয়েছে তিপরা মথা। অনুপ্রবেশ রুখতে মথার নেতৃত্বরা পায়ে হেঁটে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এদিন আগরতলার উত্তর গেইট থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লির যন্তর মন্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন তিনি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মথার নেতৃত্ব ডেভিড মুড়াসিং জানান, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকারের ভূমিকা সদর্থক নয়। তাই এই অনুপ্রবেশ রুখতে এবার দিল্লিতে পদযাত্রার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেবেন তিনি।

তাঁর কথায়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কারণে রাজ্যের অনেক লোক তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নিজের জায়গায় থেকে নিজেদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে অস্তিত্ব জানান দিতে। এই বিষয়ে বহু ডেপুটেশন। সহ আন্দোলন করতে হয়েছে কিন্তু তার কোন সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অনুপ্রবেশ রুখতে পদযাত্রায় শামিল হয়েছেন তিনি। এবিষয়ে এমডিসি তথা তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দের্ববমণ বলেন, গোটা তিপ্রাসাদের সমস্যা নিয়ে ডেভিড মুড়াসিং সহ অন্যান্যরা পায়ে হেঁটে দিল্লির উদ্দেশ্য রওয়ানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার পাশাপাশি মথার নেতৃত্বরা গোটা তিপ্রাসাদের সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসছেন। তাঁর এই উদ্যোগকে সবার সাধুবাদ জানানো উচিত।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas